NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ কবি শঙ্খ ঘোষের তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ

দক্ষিণ মালদায় অপরূপা মিত্র চৌধুরীর হয়ে প্রচারে শুভেন্দু ৫

কলকাতা ২১ এপ্রিল ২০২৪ ৮ বৈশাখ ১৪৩১ রবিবার সপ্তদশ বর্ষ ৩০৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 21.4.2024, Vol.17, Issue No. 309, 8 Pages, Price 3.00

নতুন সংঘাতে রাজ্য-রাজ্যপাল

বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা নিয়ে ডাকা বৈঠকে এলেন না রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা নিয়ে রাজ্য-রাজ্যপালের সংঘাতে নতুন মাত্রা যোগ হলো। শনিবার রাজভবনে বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য, শিক্ষাবিদদের ডেকে পাঠানো হয়েছিল। রাজ্যপালের সঙ্গে তাঁদের বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু, তাঁদের সঙ্গে রাজ্যপাল দেখা করেননি বলে জানা গিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রতী বসু। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করেন তিনি।

শনিবার রাজ্যপালের সঙ্গে বৈঠকে বসার জন্য উপস্থিত ছিলেন চারজন প্রাক্তন উপাচার্য -সহ অন্যান্য শিক্ষাবিদরা। তবে রাজ্যপাল তাঁদের কারোর সঙ্গেই বৈঠক করেননি বলে খবর। কিন্তু কেন তিনি দেখা করলেন না, সেই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, 'আচার্য এদিন বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদকে আলোচনার জন্য রাজভবনে ডেকেছিলেন। কিন্তু সেখানে আচার্য অতিথিদের সঙ্গে দেখাই করেননি। বদলে তাঁর দপ্তরের কিছু সরকারি আধিকারিক ওই শিক্ষাবিদদের আচার্যের ক্ষমতা নিয়ে লম্বা- চওড়া ভাষণ দিয়েছেন। এর মাধ্যমে রাজ্যপাল ভারতীয় আতিথেয়তার যাবতীয় রীতিনীতি লঙ্ঘন ও অবমাননা করেছেন। বাংলার শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাবিদদের সম্পর্কে তাঁর কী মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি এই ঘটনায় তা আরও একবার বোঝা গেল। যা শুধু লজ্জার।'

রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগকে কেন্দ্র করে রাজ্য-রাজ্যপালের বহুদিন ধরেই বিবাদ চলছে। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয়, রাজ্যের পাঠানো তালিকা থেকে দ্রুত ৬ জন উপাচার্যকে নিয়োগ করতে হবে। শনিবার সেই কারণে বিশেষ বৈঠকে বসার কথা ছিল রাজ্যপাল তথা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য সিভি আনন্দ বোসের। কিন্তু ঘটনাচক্রে তা অন্যদিকে মোড় নিয়েছে।

আজ কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে তীব্র তাপপ্রবাহের সতর্কতা

জারি লাল সতর্কতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজ কলকাতা-সহ একাধিক জেলায় তীব্র তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে তাপমাত্রা। ইতিমধ্যেই কলকাতায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পার করেছে। রবিবার শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪২ ডিগ্রি ছুঁতে পারে, এমনটাই আশঙ্কা করছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। রবিবার দক্ষিণবঙ্গে অতি তীব্র তাপপ্রবাহ চলবে। এই মর্মে দক্ষিণবঙ্গে তাপপ্রবাহের লাল সতর্কতা জারি করেছে আলিপুর। একইসঙ্গে এও জানানো হয়েছে, কলকাতায় তাপপ্রবাহ চলবে।

শুকনো গরম ও অস্বস্তি দুটোই বাড়বে। দিনভর গরম বাতাস ও লু বইবার সম্ভাবনা। রবিবার চরমে উঠবে আবহাওয়া এমনটাই আশঙ্কা আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের। এর পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে, দক্ষিণবঙ্গে তাপপ্রবাহের সতর্কবার্তা থাকছে বুধবার পর্যন্ত। ছয় জেলায় চরম তাপপ্রবাহ। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূমে চরম তাপপ্রবাহের সঙ্গে বইবে লু-ও। হাওয়া অফিস সূত্রে খবর, ২৪ এপ্রিল পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি বজায় থাকবে। কলকাতাতেও তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি থাকবে। ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পেরিয়ে গিয়েছে কলকাতার তাপমাত্রা। স্বাভাবিকের থেকে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে গিয়েছে। শুষ্ক পশ্চিমী হাওয়ায় গরম বাড়বে পশ্চিমের জেলায়। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই তীব্র তাপপ্রবাহ চলবে রবিবার পর্যন্ত। এ ছাড়া ছ'টি জেলায় জারি করা হয়েছে লাল সতর্কতা।

উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া, কলকাতা, হুগলি, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ায় এই তাপপ্রবাহ চলবে। এরইমধ্যে পূর্ব মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূমের কয়েকটি অংশে প্রবল তাপপ্রবাহ চলবে। বাকি ন'টি জেলায় কমলা সতর্কতা জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। প্রয়োজন ছাড়া সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত রোদে না বের হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে আলিপুর।

তবে সোমবার বৃষ্টির সম্ভাবনা আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের। বৃষ্টি হতে পারে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ও ঝাড়গ্রামে। বাকি দক্ষিণবঙ্গ শুকনো থাকার সম্ভাবনাই বেশি। তবে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে মঙ্গলবার। তাপপ্রবাহ থাকলেও অন্যদিকে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সতর্কতা থাকছে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং বীরভূমে। তার সঙ্গে দমকা ঝড়ো হাওয়া বইতে পারে, যার সর্বোচ্চ গতিবেগ থাকতে পারে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা। উত্তরবঙ্গের দিকের ৫ জেলায় হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি চলবে। আগামীদিনে তাপমাত্রা বাড়তে পারে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে। উপরের দিকের ৫ জেলায় বৃষ্টি হতে পারে আজ। কাল ও পরশু বৃষ্টি হতে পারে শুধু দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের পার্বত্য এলাকায়। মঙ্গলবার ফের বৃষ্টি বাড়বে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে। সঙ্গে হালকা ঝোড়ো হাওয়া। উত্তরবঙ্গের নিচের দিকের তিন জেলাতে গরম ও অস্বস্তি বাড়বে। মালদা উত্তর ও দক্ষিণ জেলাতেও তাপপ্রবাহের মতো পরিস্থিতি। আগামী বুধবার পর্যন্ত তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি।

পশ্চিমবঙ্গে বাম-কংগ্রেস বিজেপির হয়ে কাজ করছে

মালদহের মঞ্চ থেকে আক্রমণাত্মক মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কংগ্রেসকে মদত দিতে রাজি তৃণমূল। মালদহের নির্বাচনী প্রচারের মঞ্চ থেকে অবস্থান স্পষ্ট করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু সেটা বাংলায় নয়, বরং দেশের অন্য প্রান্তে। এ রাজ্যে বাম এবং কংগ্রেস বিজেপির হয়ে 'ভোট কাটা'র কাজ করছে বলেও অভিযোগ করলেন তিনি। স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় বিজেপিকেও আক্রমণ করতে ছাড়লেন না মমতা।

শনিবার গাজোল ও মানিকচকে নির্বাচনী সভা করেন মমতা। এই এলাকা 'গনি গড়' হিসেবেই পরিচিত। কংগ্রেসের দুর্দিনেও মালদহ দক্ষিণ কেন্দ্রে হাত শিবিরের সাংসদ রয়েছেন। সেই এলাকায় ভোটপ্রচারে ইন্ডিয়া জোট সম্পর্কে বলতে গিয়ে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করলেন মমতা। বলেন, 'কংগ্রেস যেখানে যেখানে লড়াই করছে ভালো করে লড়াই করুক, পুরো মদত দেব। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট কাটতে আসবে না।' এর পরই তিনি অভিযোগ করেন, 'বাংলায় কংগ্রেস ও সিপিএম, বিজেপির হয়ে কাজ করছে। বিজেপি চাইছে, কংগ্রেস কিছুটা ভোট কাটুক, সিপিএম কিছুটা ভোট কাটুক, আর ওরা (বিজেপি) জিতে যাক। বিজেপির যাঁরা এখান থেকে জিতেছিল, কংগ্রেসের যাঁরা জিতেছিল কোনওদিন বাংলার হয়ে কথা বলেছে? শুনেছেন? বাংলার হয়ে দাবি আদায় করেছে? জেনে রাখবেন বাংলায় কংগ্রেস-সিপিএম-বিজেপি ভাই ভাই। লড়ছে তাই একসঙ্গে। আমরা একা লড়ছি বিজেপির সঙ্গে।' মমতা বলেন, 'দিল্লিতে সরকার গড়ব আমরা। তখন আমরা মনে রাখব আমরা ইন্ডিয়া জোটকে সাপোর্ট করব। বাংলায় নয়। ইন্ডিয়া জোট আমি তৈরি করেছিলাম। মনে রাখবেন সিপিএম-কংগ্রেসকে একটাও ভোট দেবেন না। এটা বিজেপির খেলা।' এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বাংলার বকেয়া পাওনা নিয়েও সরব হন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, সংসদে বাংলার পাওনা নিয়ে কংগ্রেস সাংসদরা কোনওদিন সরব হননি। তাঁর খোঁচা, 'বিজেপি যখন আমায় চোর বলছে, তখন ওদের প্রদেশ সভাপতিও আমাকে চোর বলছে। তৃণমূলকে হারাতে নেমেছে ওরা।' শুধু বাম-কংগ্রেস নয়, বিজেপির বিরুদ্ধেও তোপ দেগেছেন তিনি। মমতার কটাক্ষ, '৪০০ তো দূর কি বাত। এবার ২০০-ও পেরবে না ওরা।'

দ্বিতীয় দফার আগে মহারাষ্ট্র থেকে গান্ধি পরিবারকে আক্রমণে মোদি

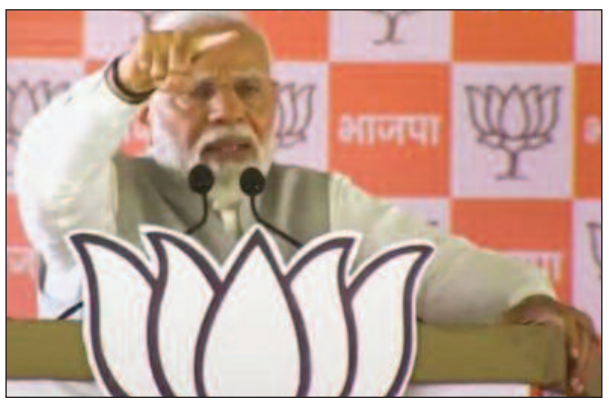

মুম্বই, ২০ এপ্রিল: প্রথম পর্বের ভোট শেষ। আগের তুলনায় হিন্দি বলয়ে ভোটের হার বেশ কম। বিশেষজ্ঞ মহলের মতে, তাতে খানিক আশঙ্কার চোরাস্রোত বইছে গেরুয়া শিবিরে। এতটাই যে, দলীয় কর্মীদের চাঙ্গা করতে আসরে নামতে হয়েছে খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে মোদি আরও আক্রমণাত্মক। এতদিন প্রচারে আলাদা করে রাহুল গান্ধিকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছিলেন না প্রধানমন্ত্রী। শনিবার তিনি সরাসরি তোপ দাগলেন রাহুল গান্ধি-সহ গোটা গান্ধি পরিবারকে।

শনিবার মহারাষ্ট্রের নান্দেড়ের এক জনসভায় দাঁড়িয়ে মোদি ঘোষণা করেছেন, 'প্রথম দফার যা তথ্য পেয়েছি তাতে বোঝা যাচ্ছে, ভোট হয়েছে একতরফা এনডিএ'র পক্ষে।' সোজা রাহুলকে নিশানা করে মোদির বক্তব্য, 'কংগ্রেসের শাহজাদা আগেরবার অমেঠি থেকে হেরেছে। এবার ওয়েনাড় থেকেও হারবে। ২৬ এপ্রিলের পর ওকে আবার নিরাপদ আসন খুঁজতে হবে।' শুধু রাহুল নন, এদিন গোটা গান্ধি পরিবারকে আক্রমণ করেছেন মোদি। সোনিয়াকে নিশানা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ইন্ডিয়া ব্লকের নেতারা আর লোকসভায় লড়াই করার সাহস দেখাতে পারছেন না। রাজ্যসভায় চলে যাচ্ছেন। অবস্থা এত খারাপ যে ওই পরিবার প্রথমবার কংগ্রেসকেও ভোট দিতে পারবে না।'

আসলে দিল্লির যে আসনে গান্ধি পরিবার ভোট দেয়, সেই আসনটি এবার জোটের স্বার্থে ছাড়া হয়েছে আম আদমি পার্টিকে। সেখানে কংগ্রেসের প্রার্থী নেই। তাই নিয়েই গান্ধিদের নিশানা করেছেন মোদি। শারীরিক অসুস্থতার কারণে সোনিয়া গান্ধি এবার লোকসভায় লড়ছেন না। তিনি গিয়েছেন রাজ্যসভায়। সেটা নিয়ে প্রাক্তন ইউপিএ চেয়ারপার্সনকেও নিশানা করেছেন মোদি। এদিকে কংগ্রেস সূত্র বলছে, ২৬ এপ্রিল কেরলের ভোটের পর রাহুল গান্ধি ফের অমেঠি থেকে প্রার্থী হতে পারেন। সেটা আঁচ করেই সম্ভবত মোদি আগে ভাগে রাহুলকে নিরাপদ আসনের খোঁচা দিয়ে রাখলেন।

রাহুলও পালটা দিতে ছাড়েননি। বিহারের সভা থেকে তিনি বলে গিয়েছেন, 'নরেন্দ্র মোদি দেশে দুর্নীতির স্কুল চালাচ্ছেন। তাতে সমগ্র দুর্নীতি বিজ্ঞান নিয়ে তিনি নিজেই পড়ান।' প্রথম দফার ভোটের পর প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতির দৃপ্ত ঘোষণা, 'লোকসভায় গোটা দেশে বিজেপি ১৫০ পেরোবে না।'

সন্দেশখালিতে ফের সিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের সন্দেশখালিতে সিবিআই। শনিবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দুটি দল সন্দেশখালি পৌঁছয়। একটি দল যায় সন্দেশখালি থানায়। আরেকটি ন্যাজাটের সুন্দরীখালি এলাকায় যায়। জমিহারাদের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে ওই এলাকায় সিবিআই আধিকারিকরা গিয়েছেন বলেই মনে করা হচ্ছে। গায়ের জোরে জমি, ভেড়ি দখলের হাজারো অভিযোগ রয়েছে সন্দেশখালিতে। সম্প্রতি স্থানীয় বাসিন্দা মোহন্ত সর্দারও একই অভিযোগ করেন। দাবি, তাঁর জমিজমা জোর করে লুট করেছে শাহজাহান বাহিনী। শাহজাহানের ভাই আলমগিরের বিরুদ্ধেও একই অভিযোগ রয়েছে। 'জমিহাঙর'দের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ খতিয়ে দেখতেই শনিবার সকালে তদন্তকারীরা সন্দেশখালিতে পৌঁছন বলেই খবর। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জমি, ভেড়ি লুটপাট সংক্রান্ত বেশ কিছু তথ্য সিবিআইয়ের হাতে এসে পৌঁছেছে। সেই সংক্রান্ত তথ্যের খোঁজে থানাতেও যান কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। গ্রামবাসীদের সঙ্গেও কথা বলেন সিবিআই আধিকারিকরা।

কৃষ্ণ কল্যাণীর হয়ে প্রচারে গিয়ে বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা ভোট শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রথম দফা পেরিয়ে পরের সপ্তাহে দ্বিতীয় দফা ভোট রাজ্যের ৩ কেন্দ্রে। তার মধ্যে রয়েছে উত্তরবঙ্গের রায়গঞ্জ লোকসভা আসনটি। সেখানকার তৃণমূল প্রার্থী বিজেপি থেকে দলবদলকারী প্রাক্তন বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী। তাঁর সমর্থনে শনিবার গোয়ালপোখরে প্রচার করতে গিয়ে বিজেপিকে নয়া চ্যালেঞ্জ ছুঁড়লেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। উর্দুভাষাভাষী এলাকায় ভোটের প্রচারে আগাগোড়া হিন্দিতে বক্তব্য রাখলেন অভিষেক। বলেন, 'ওরা বলছে, ৪০০ পার। আর আমরা বলছি, ৪৪০ ভোল্টের ঝটকা।'

কৃষ্ণ কল্যাণীর সমর্থনে এদিন প্রচারসভা থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'দিল্লিতে ভূমিকম্প চাই। যারা ভাগাভাগির কথা বলে, হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানদের লড়িয়ে দেয়, দাঙ্গা করায়, তাদের সরাতে হবে। মোদি বলেন, ৪০০ পার। আমি বলি, ওঁদের ৪৪০ ভোল্টের ঝটকা দিতে হবে।' পাশাপাশি রায়গঞ্জের বিদায়ী সাংসদকে দেবশ্রী চৌধুরীকে খোঁচা দিয়ে তাঁর মন্তব্য, 'পাঁচ বছরে সাংসদকে পেয়েছেন এলাকায়? এবার তিনি দক্ষিণ কলকাতায় জবাব পাবেন।' চব্বিশের ভোটে দেবশ্রী চৌধুরীর কেন্দ্র বদল করে কলকাতা দক্ষিণের প্রার্থী করেছে বিজেপি। আর তাই অভিষেকের এই কটাক্ষ।

সাম্প্রতিক অতীতে রায়গঞ্জের রাজনীতিতে ঘাসফুল ফোটেনি। কখনও কংগ্রেস, কখনও সিপিএম, কখনও বিজেপিই সেখান থেকে জনপ্রতিনিধি হয়ে দিল্লির দরবারে গিয়েছেন। এবার তৃণমূলের কাছে ঘাসফুল ফোটানোর চ্যালেঞ্জ। এখান থেকে বিজেপির টিকিটে জিতে তৃণমূলে যোগ দেওয়া কৃষ্ণ কল্যাণীর উপর সেই ভার দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেকথা মনে করিয়ে জনতার উদ্দেশে অভিষেকের আর্জি, 'কৃষ্ণ কল্যাণীকে জিতিয়ে বিজেপিকে জবাব দিন। তিনি তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পর আয়কর বিভাগ তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছিল। কিন্তু কৃষ্ণ কল্যাণী লড়াই করেছেন। এমন জনপ্রতিনিধিরই তো জেতা উচিত। দিল্লিকে আমরা ভয় পাই না। দিল্লির কুকুর হওয়ার চেয়ে বাংলার বাঘ হওয়া ভালো। আমি কথা দিচ্ছি, ৪ জুন ফল প্রকাশের পরই আমি এখানে আসব। সকলের সঙ্গে বিজয় উৎসবে শামিল হব।'

কৃষ্ণ কল্যাণীর সমর্থনে জনসভার পর এদিন অভিষেক চলে যান ইটাহারে। তা বালুরঘাট কেন্দ্রের অন্তর্গত। এখানকার তৃণমূল প্রার্থী রাজ্যের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। তাঁর সমর্থনে ইটাহারে রোড শো করেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক।

ঝাড়গ্রামে সামাজিক বিপ্লব নিয়ে আসা সোনামনি-ই এবারের নির্বাচনে 'ডার্ক হর্স'

শুভাশিস বিশ্বাস

ঝাড়গ্রাম একসময়ে দুর্ভেদ্য দুর্গ হয়ে উঠেছিল মাওবাদীদের। শাল-পিয়াল-মহুল গাছের ফাঁকে ফাঁকে জলপাই পোশাকে ছদ্মবেশে চলতো বন্দুক চালানোর মহড়া। আর বাম আমলের শেষ দিকে যথেষ্ট আতঙ্কের পরিবেশে এই ঝাড়গ্রামে হতো নির্বাচন। সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাস নেই বলে মাওবাদীরা তখন ভোট বয়কটের ডাক দিতো, আর তাতে শামিল হতে চাপ থাকতো স্থানীয়দের উপরে। সেই ঝাড়গ্রামের ছবি আজ আমূল বদলে গিয়েছে। আতঙ্কের ছবি আজ একেবারে উধাও ঝাড়গ্রামের বুক থেকে। এখন মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোটের লাইনে দাঁড়ান। এদিকে মানোন্নয়নও ঘটেছে ঝাড়গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রার।

জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন যেখানে অঙ্গীকার, সেখানে ২০২৪-এ ঝাড়গ্রাম লোকসভা নির্বাচনে সবার নজরে সিপিএম প্রার্থী সোনামণি মুর্মু টুডু। কারণ, এই সোনামণি-ই পিছিয়ে পড়া এলাকার মেয়েদের স্যানিটারি ন্যাপকিনের ব্যবহার শিখিয়ে এক সামাজিক বিপ্লব নিয়ে এসেছেন। আর এবার লাল শিবিরের হয়ে সামিল হয়েছেন দিল্লির লড়াইয়ে। আর যাঁর রাজনৈতিক জীবনে এখনও পর্যন্ত নির্বাচনী লড়াইয়ে হারের কোনও নজির নেই। অন্যদিকে, তৃণমূলের প্রার্থী সাঁওতালি ভাষার বিশিষ্ট সাহিত্যিক, পদ্মশ্রী প্রাপ্ত কালীপদ সোরেন। বিজেপির হয়ে লড়বেন চিকিৎসক প্রণোৎ টুডু। এলাকার অন্যতম বিশিষ্ট ও জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। এই ত্রয়ীর মাঝে ভোট কাটাকাটির খেলায় ময়দানে নেমেছেন আইএসএফ প্রার্থী বাপি সোরেন। ঝাড়গ্রামের ইতিহাস বলছে, ২০১৭ সালের এপ্রিলে ঝাড়গ্রাম পৃথক জেলা হয়। বর্তমানে এই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত আর বাকি একটি বিধানসভা কেন্দ্র পুরুলিয়া জেলার অন্তর্গত। ঝাড়গ্রাম লোকসভার মধ্যে পড়ছে নয়াগ্রাম, গোপীবল্লভপুর, ঝাড়গ্রাম, গড়বেতা, শালবনি, বিনপুর এবং বান্দোয়ান এই সাতটি বিধানসভা কেন্দ্র। এই সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে চারটি ঝাড়গ্রাম জেলার। দুটি বিধানসভা কেন্দ্র পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত। এর মধ্যে নয়াগ্রাম, বিনপুর এবং বান্দোয়ান আসন তপসিলি উপজাতি প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। এই লোকসভা কেন্দ্রে বিভিন্ন জাতির বসবাস। এঁদের মধ্যে রয়েছেন বৌদ্ধ ০.০৩ শতাংশ, খ্রিস্টান ০.৩৮ শতাংশ, জৈন ০.০৮ শতাংশ, শিখ ০.০৫ শতাংশ, মুসলিম ১০.১ শতাংশ, তপসিলি জাতি ১৯.১৫ শতাংশ, তপসিলি উপজাতি ১৫.৪২ শতাংশ। ঝাড়গ্রামের রাজনৈতিক ইতিহাস বলছে, আদিবাসী অধ্যুষিত জঙ্গলমহলের এই আসন কংগ্রেস এবং বাংলা কংগ্রেসের হাত ঘুরে আসার পর ১৯৭৭ সালে দখল নেয় সিপিএম। ১৯৫২ সালে দেশের প্রথম লোকসভা নির্বাচনে ঝাড়গ্রাম কেন্দ্রটি ছিল না। ১৯৬২

সালে এই কেন্দ্রে প্রথম ভোট হয়। আর প্রথমবার ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রে জয়ী হন কংগ্রেস প্রার্থী সুবোধ চন্দ্র হাঁসদা। ১৯৭৭ সাল থেকে এই কেন্দ্র বামেদের দুর্গ হয়ে ওঠে। ২০১৪ সাল পর্যন্ত ঝাড়গ্রাম আসন ছিল সিপিএমের দখলে। ১৯৭৭ সাল থেকে সিপিএমের সাংসদ পান ঝাড়গ্রামবাসী। যদুনাথ কিস্কু হন সাংসদ। তারপর থেকে টানা ৩ বার মতিলাল কিস্কু ও পাঁচবার রূপচাঁদ মুর্মু ভোটে জিতিয়ে লোকসভায় পাঠান ঝাড়গ্রামবাসী। ১৯৭৭ থেকে টানা ২০১৪ সাল পর্যন্ত বামেদের জয় পতাকা ঝাড়গ্রামে ওড়ার পর ২০১৪ সালে ফোটে জোড়াফুল। তবে পাঁচ বছর পর এই আসন আর ধরে রাখতে পারেনি রাজ্যের শাসকদল। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রে জয়ী হন পদ্ম প্রার্থী কুনার হেমব্রম। এদিকে ২০১৪ সালেও ঝাড়গ্রাম কেন্দ্রে মূলত লড়াই ছিল তৃণমূল ও সিপিএমের। এই রাজনৈতিক লড়াইয়ে জয়ী হন তৃণমূল প্রার্থী ডাঃ উমা সোরেন। ২০১৪ সালের লোকসভা ভোটে তৃণমূল প্রার্থী পান ৬ লক্ষ ৭৪ হাজার ৫০৪ ভোট। বিপক্ষে সিপিএম প্রার্থী পুলিন বিহারী বাস্কে পান ৩ লক্ষ ২৬ হাজার ৬২১ ভোট। সিপিএম প্রার্থীকে ৩ লক্ষ ৪৭ হাজার ৮৮৩ ভোটে হারান তৃণমূল প্রার্থী। তবে পাঁচ বছর পর রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটে এই কেন্দ্রে। ২০১৯ সালে ঝাড়গ্রাম কেন্দ্রে লড়াই হয় তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে। হাড্ডাহাড্ডি এই লড়াইয়ে বিজেপি প্রার্থী কুনার হেমব্রম পান ৬ লক্ষ ১৪ হাজার ৮১৬ ভোট। আর তাঁর নিকটতম তৃণমূল প্রার্থী বীরবাহা হাঁসদা পান ৬ লক্ষ ১৪ হাজার ৮১৬ ভোট। মাত্র ১১ হাজার ৭৬৭ ভোটে জেতেন কুনার হেমব্রম। ২০১৯-এ ঝাড়গ্রামে বিজেপি ঝড় উঠলেও তা বড্ড ফিকে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে। এই রাজনৈতিক পালাবদলের ইঙ্গিত মিলছে ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচন থেকেই। কারণ, ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের দু'বছরের মাথাতেই ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে ঝাড়গ্রাম লোকসভার সাতটি বিধানসভাতেই জয় পান তৃণমূল প্রার্থীরা। এরপর পঞ্চায়েত নির্বাচনেও ৭৯ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে সাতটি যায় কুড়মিদের দখলে। বাকি সবকটিতেই ফোটে ঘাসফুল। উধাও পদ্ম। এদিকে আবার চব্বিশের লোকসভা ভোট ঘোষণা হওয়ার আগেই দলত্যাগ করেছেন বিজেপি সাংসদ কুনার হেমব্রেম। এখানেই শেষ নয়, তৃণমূল প্রার্থী শ্যালকের হয়ে প্রচার করতেও রাজনৈতিক ময়দানে দেখা যাচ্ছে বিজেপির এই দলত্যাগী সাংসদকে। ফলে সব মিলিয়ে ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে যে ভাবে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হচ্ছে তাতে ঝাড়গ্রামে বেজায় অস্বস্তিতে বিজেপি। উল্টোদিকে সবার নজর ঝাড়খণ্ডের কন্যা আর বঙ্গবধূ সোনামনির ওপর। ঝাড়গ্রামের রুখাসুখা মাটিতে সোনা ফলাতে পারবেন কি না এখন এটাই লাখ টাকার প্রশ্ন ঝাড়গ্রামের রাজনীতিতে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞপ্তি

তেঁতুলিয়া, বলাগড়, হুগলী, ৭১২৫১৪ নিবাসী **ননী গোপাল দাস** ও **বাসুদেব দাস**, পিতা-৺প্রেম রঞ্জন দাস, উভয়ে ইং ১৭/০৭/২০২৩ তারিখে হুগলীর এ. ডি. এস. আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১ নং বহির ৬৬২০/'২৩ নং আমমোক্তারনামা মূলে আমাকে নিম্ন বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার নিমিত্ত আমমোক্তার হিসাবে নিযুক্ত করায় আমি উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি ও বিক্রয় করিতেছি। উক্ত আমমোক্তারনামায় উল্লিখিত সম্পত্তির বিবরণ যথা জেলা- হুগলী, থানা বলাগড়, জে. এল. নং- ৯৭, মৌজা চাঁদড়া, ২৫৬, ৩৬৬ নং খতিয়ানের সাঃ ৭৩০, হাল ৯৫২ নং দাগে ১১.৫০ শতক হইতেছে।
উক্ত বিষয়ে এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত আমমোক্তারনামার বিরুদ্ধে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে ৩০ দিন মধ্যে যথাস্থানে আপত্তি জানাইতে হইবে।

ইতি-
মালেক আলী মন্ডল,
পিতা- রসিদ আলী মন্ডল, সাং- ক্ষত্রিয় নগর খালপাড়, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫১৪।

তাপস কুমার মন্ডল (অ্যাডভোকেট), হুগলী জজ কোর্ট, চুঁচুড়া, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

শ্রীপতিপুর, ইলিপুর, হরিপাল, হুগলী, পিন- ৭১২৪০৭ নিবাসী, **হারাধন পাল,** পিতা- ৺দেবেন্দ্র নাথ পাল ও **মনীষা পাল,** স্বামী- হারাধন পাল, উভয়ে ইং ০২/০৫/২০১৬ তারিখে হুগলীর ডি. এস. আর-১ অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৪ নং বহির ৩৭/'১৬ নং আমমোক্তারনামা মূলে আমাদের নিম্ন বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার নিমিত্ত আমমোক্তার হিসাবে নিযুক্ত করায় আমরা উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি ও বিক্রয় করিতেছি। উক্ত আমমোক্তারনামায় উল্লিখিত সম্পত্তির বিবরণ যথা জেলা হুগলী, থানা বলাগড়, জে. এল. নং- ১০১, মৌজা শ্রীপুর, ৩২১৩, ৩২১৪, ৩৫৭৪, ৩৫৭৫ খতিয়ানের সাঃ ১৬৬০, হাল ২৩৭৭ নং দাগ ও সাঃ ১৬৬৩, হাল ২৩৮৯ নং দাগের মোট ২ একর ৭৩ শতক হইতেছে।
উক্ত বিষয়ে এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত আমমোক্তারনামার বিরুদ্ধে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে ৩০ দিন মধ্যে যথাস্থানে আপত্তি জানাইতে হইবে।

ইতি
প্রতাপ চন্দ্র নন্দী, সাং- শ্রীপুর, বলাগড়, হুগলী, ৭১২৫১৪।
গৌতম সরকার, পিতা- তুষার কান্তি সরকার, সাং- কামালপুর, বলাগড়, হুগলী, ৭১২৫১৫

তাপস কুমার মন্ডল (অ্যাডভোকেট), হুগলী জজ কোর্ট, চুঁচুড়া, হুগলী

CHANGE OF NAME

I, UTSOB SENGUPTA S/O SANJAY SENGUPTA R/O 42 R C GHOSAL LANE PO KONNAGAR PS UTTARPARA HOOGHLY PIN 712235, VIDE AFFIDAVIT (NO 5355) DATED 19/04/2024 IN THE COURT OF LD EXECUTIVE MAGISTRATE SERAMPORE HOOGHLY, I DECLARE THAT UTSOB SENGUPTA & UTSAB SENGUPTA BOTH ARE SAME ONE IDENTICAL PERSON

NOTICE

In the Court of the A.D.J.
7th Court, Paschim Medinipur
Ref.:- Act VIII Case No.- 28/2022

To
Debashis Bhattacharya, S/o. Tulsidas Bhattcharya, Ward No. 25, Near Super Market, Kaushalya, P.O. KGP, P.S.-KGP (T), Dist.- Paschim Medinipur, Pin- 721301 whereas the petitioners have filed the above noted Act VIII Case No. 28/2022 for appointment of the petitioners as a guardian of the person of the minor namely Debraj Bhattachariya before the Ld. Court of the District Judge, Paschim Medinipur and the above noted case has transferred to the Ld. 7th Court of the A.D.J., Paschim Medinipur for disposal and the above noted case has been pending before the 7th Court of the A.D.J., Paschim Medinipur.
Whereas you have neglect, and avoid to received the notice send from the court to your above noted address. You have been residing at present to that address. So, the Ld. Court has been pleased and "directed to the petitioner's to take steps for causing service of summon's upon the opposite party by an advertisement in a daily news paper" as such the petitioner's have circulate this notice. So, you are hereby requested to appear before the A.D.J. 7th Court, Paschim Medinipur on 16/05/2024 either personally or by your legal representative, in the above noted case failing which the above noted case shall proceed according to law.

By order
Bench Clerk
Additional District Judge
7th Court, Paschim Medinipur

LEGAL NOTICE

My Client: - **Sri Biswajit Das,** Residing at- 19/5 Rabindra Sarani, Dum Dum Cantt. P.O- Rabindra Nagar, Kolkata- 70055.
This is to inform all concern/ general public/individual that my client intended to buy/purchase the landed property which are morefully specifically described in the Schedule below in accordance with the market price. If any body/any concern/any individual/ individuals/banks have any objection in this respect what so ever and what so manner, then immediately informed me by WRITING within 7 days from the publication of this NOTICE. After the expiry of the stipulated time limit it will be presumed that NONE have any objection in this respect.
The **VENDOR** of this Property are **1) Smt Chhabi Banerjee,** S/O- Khetra mohan Ghosh, **2) Mohan Ghosh,** S/O- Kalachand Ghosh, **3) Kartick Ghosh,** S/O- Lakshmi Ghosh, **4) Jadab Ghosh,** S/O- Lakshmi Ghosh, **5) Bistu Ghish,** S/O Lakshmi Ghosh, **6) Madhab Ghosh,** S/o- Lakshmi Ghosh, **7) Keshab Ghosh** S/O- Lakshmi Ghosh, all are resident of Purushottam Bati, Sugandha, Polba, Hooghly **8) Smt Kamala Pal,** W/O Ashim Pal, resident of Kanagarh, Naldanga, Hooghly and represented through their registered constituted Power of Attorney namely **SUSHANTA GOL,** Pan No. BHOPG 5959A and vide **Regd. Power of Attorney Deed no. I-8418/2022 dated 30/06/2022, DSR-I Hooghly.**

SCHEDULE OF THE PROPERTY
DIST-Hooghly, Block- Polba Dadpur, P.S- Polba, Mouza- Purusottam Bati, J.L. No. 70, Classification of Land- Suna, L.R and R.S Dag no. 549, L.R Kh no. 37,559,560,561,562,563,564, Measuring about-0.29.

Amit Kumar Dutta
Dt. 19.04.2023 **Advocate,**
Kalna Court, Kalna, Dist- Purba Bardhaman – 713409
Phone no : 9748308049.

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২১ শে এপ্রিল। ৮ ই বৈশাখ ।রবিবার। ত্রয়োদশী তিথি, জন্মে কন্যা রাশি, অষ্টোত্তরী মঙ্গল র ও বিংশোত্তরী রবি র মহাদশা। মৃতে ত্রীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : শুভদিন। প্রতিবেশীর দ্বারা সমস্যার সমাধান। প্রবীন নাগরিকদের সম্মান প্রাপ্তির যোগ। এক সন্তানের মানবিকতায় দুঃশ্চিন্তা নাশ। ভ্রমণে আনন্দ বৃদ্ধি। ব্যাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। গৃহবধূদের অতীব শুভ। বিদ্যাযোগের সমস্যা মুক্তির মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

বৃষ রাশি : সতর্ক থাকা উচিত গুপ্ত শত্রুবিষয়ে। দুঃশ্চিন্তার অবসান। প্রবীনদের শুভ। প্রেমিক সম্পর্কে উন্নতি। ভুলবোঝাবুঝির সমাপ্তি দিন। পরিবারে সম্মান বৃদ্ধি। বাণিজ্যে অর্থ লাভ। নতুন কোন চুক্তির দ্বারা অর্থ প্রাপ্তি। মন্ত্রঃ শিব মন্ত্রঃ দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। প্রেমিক যুগল ভালবাসার নৌকায় হঠাৎ তৃতীয় ব্যক্তির কারনে- বিবাদ। বিদ্যার্থীদের নতুন কর্মের বিষয়ে ধৈর্য্য ধরতে হবে। পিতৃ সম্পর্ক আজ

মিথুন রাশি : কোন সম্পত্তি নিয়ে দুঃশ্চিন্তার বিষয়। যাকে বিশ্বাস করে দায়িত্ব পালন করতে দিয়েছিলেন, তিনি তো অবিশ্বাসী র কাজ করবে। তর্ক-বিবাদ- বিতর্ক। সঞ্চয়কৃত অর্থের ব্যায় কারনে মননে তিক্ততা আসবে। বান্ধব বেশে শত্রু। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্রঃ।

কর্কট রাশি : সুন্দর ব্যবহারের জন্যে বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। প্রেমে সফলতা নিশ্চয়। কন্যা সন্তানের কোন গুপ্ত বিষয়ে হঠাৎ প্রকাশ্যে আসার কারনে ব্যায় বৃদ্ধি-দুঃশ্চিন্তা। শত্রু আজ নিষ্ক্রিয় হবে। আজ মন্ত্রঃ রামকৃষ্ণ মন্ত্র বা লোকনাথ বাবা মন্ত্রতে শুভ।

সিংহ রাশি : ধৈর্য্য ধরে সিদ্ধান্ত নিন। জটিলতা বৃদ্ধি হতে পারে। স্ত্রী-পুত্রসহ তিনমাথার বুদ্ধিতে অর্থ লগ্নি করুন, নয়তো অর্থ নষ্টের ইঙ্গিত। বিদ্যার্থীদের জন্যে সুখবর, কর্ম প্রার্থীদের জন্যে শুভযোগ, লেখক, সাহিত্যিকদের জন্য শুভদিন। আজ মহামন্ত্রঃ কালী/তারা মন্ত্র।

কন্যা রাশি : বুদ্ধির দ্বারা, সাহসিকতার দ্বারা সমাপ্ত মুক্তির পথ বেরবে। যে প্রতিবেশীর আচরনে-দুঃখ পেয়েছিলেন, সেই প্রতিবেশী আজ আপনার পাশে থেকে বান্ধব হবেন। প্রবীন সদস্যর পীড়া। মায়ের কথায় তর্ক-না করা, শ্রেয়। হঠাৎ ক্রোধবৃদ্ধি হলে অশুভ। আজ মহামন্ত্রঃ তারা মন্ত্র-দূর্গা মন্ত্র।

তুলা রাশি : স্বজন ও পরিজন সহ সতর্ক থাকা উচিত। বিবাদ-বিতর্কের প্রবল সম্ভাবনা। কোন রান্না করা খাবার বিষয়ে মনকষ্ট। শ্বশুর বাড়ির কোন তার্কিক মানুষের জন্যে মন কষ্ট। প্রবীন নাগরিকদের পীড়া বিষয়ে সতর্ক থাকুন। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্রঃ।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবারের প্রবীণ সদস্যরা আজ নতুন কোন শুভ সংবাদ দিতে পারে।জাতকের আজ অর্থ প্রাপ্তি, সম্মানপ্রাপ্তি, এক বৈভব-ধনী ব্যক্তির সাহচর্য্যে সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত। লগ্নীকরার আগে, সই করার আগে বুদ্ধির প্রয়োগ করুন। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

ধনু রাশি : গভর্নমেন্ট কাগজ ধারি পশু-পক্ষী বিষয়ে জন্তু বিষয়ে যারা কাজ করেন, অথবা বাণিজ্য করেন তাদের শুভদিন। পূরাতন সম্পর্কে উন্নতি।অর্থ প্রাপ্তি। শ্বশুর বাড়ির স্বজন, বান্ধব দ্বারা কোন নিমন্ত্রণে আপ্যায়নে আপনার সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্রঃ তারা মন্ত্রে শুভ।

মকর রাশি : ব্যবসা বৃদ্ধি। বান্ধব দ্বারা নতুন কোন যোগাযোগে আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে দুঃশ্চিন্তা না থাকার কথা। যারা মেশিনারী, প্রিন্টিং, ছাপা, বিষয়ে কাজ করেন, বা পুস্তক প্রকাশনা করেন-তাদের সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্রঃ কালী-তারা মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : আজ মনঃসংযোগ কম হবে। অহেতুক অকারণ ভয় বৃদ্ধি হবে। গুপ্ত শত্রু থাকছে। সংকল্প ফাঁস হয়ে পড়ছে। দেবদেবী তো অসাধ্য সাধন করবে-তাঁর প্রতি কায় মন বাক্যে ভক্তি করা উচিত। এক নতুন সুযোগ বৃদ্ধি হবে। মঙ্গলের কারনে কর্মযোগে বিশৃংখলা। দাম্পত্যে আজ ভুলবোঝাবুঝি মন্ত্রঃ শিব-তারা মন্ত্র শুভ।

মীন রাশি : মন বুঝে বান্ধব সংখ্যা বাড়িয়ে চলুন। স্বজন আত্মীয় মধ্যে, গুপ্ত শত্রুর সংখ্যাও বাড়ছে। আজ অর্থ প্রাপ্তি। কোন স্থানে ভ্রমনের যোগ। উচ্চ বিদ্যা ও গবেষণা তে বা নিম্ন বিদ্যাতে শুভ যোগ। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র-দূর্গা মন্ত্র।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

__উত্তর ২৪ পরগনা__
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com
এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

__হুগলি__
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

__নদিয়া__
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।
অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

__পূর্ব মেদিনীপুর__
আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২
শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬
মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

__পশ্চিম মেদিনীপুর__
মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

__মুর্শিদাবাদ__
পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

__বীরভূম__
সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

দ্বিতীয় দফার লোকসভা নির্বাচন রয়েছে ৩ টি লোকসভা কেন্দ্রে দার্জিলিং, রায়গঞ্জ, বালুরঘাটে

১) দার্জিলিংয়ে মোট পোলিং স্টেশন ১৯৯৯ টি এবং ক্রিটিক্যাল পোলিং স্টেশন/স্পর্শকাতর বুথের সংখ্যা ৪০৮ টি।

২) রায়গঞ্জ মোট পোলিং স্টেশন ১৭৩০ টি এবং ক্রিটিক্যাল পোলিং স্টেশন/স্পর্শকাতর বুথের সংখ্যা ৪১৮ টি।

৩) বালুরঘাটে মোট পোলিং স্টেশন ১৫৬৯ টি এবং ক্রিটিক্যাল পোলিং স্টেশন/স্পর্শকাতর বুথের সংখ্যা ৩০৮ টি।

দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে ৩ টি লোকসভা কেন্দ্রে মোট পোলিং স্টেশন ৫২৯৮ টি এবং মোট ক্রিটিক্যাল পোলিং স্টেশন/স্পর্শকাতর বুথের সংখ্যা ১১৩৪।

প্রথম দফার মত, দ্বিতীয় দফার ৩ লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচনের আগে পর্যবেক্ষকদের নাম, ফোন নম্বর, এবং ইমেইল আইডি প্রকাশ্যে আনল নির্বাচন কমিশন। ভোটাররা কোনো ক্ষেত্রে ভোট দিতে গিয়ে সমস্যায় পড়লে তাঁরা সংশ্লিষ্ট ফোন নম্বর এবং ইমেইল আইডিতে অভিযোগ জানাতে পারবেন।

খ

এক্সপেন্ডিচার পর্যবেক্ষকদের তালিকা

১. দার্জিলিং -
শ্রী পুষ্কর কাঠুরিয়া (ফোন নম্বর - ৭৩১৮৬৯৫২০১), (email ID deodarj@gmail.com)
শ্রী বি নিশান্থ রাও (ফোন নম্বর - ৭৩১৯৩৪৯২০১), (email ID chennai.ddit.inv3.3@incometax.gov.in)

২. রায়গঞ্জ-
শ্রী হারশ সিদ্ধার্থ (ফোন নম্বর - ৯০৪৬২২৭৮৭২), (Email Id exobs.raiganj@gmail.com)

৩. বালুরঘাট - শ্রী ভাঙ্গেপাটিল পুশকারাজ রমেশ (ফোন নম্বর - ৭৫৮৬৯২৬৪৬২) (Email Id expenditureobserver.blg6pc@gmail.com)

সাধারণ পর্যবেক্ষক

১. দার্জিলিং -- শ্রী বিক্রম সিং মালিক (ফোন নম্বর - ৭৩৬৪৯৪৫০৫), (Email Id genobs04darj@gmail.com)

২. রায়গঞ্জ - শ্রী শ্রীধর বাবু আড্ডাকানি (ফোন নম্বর - ৯০৪৬২২৭৮৭০), (Email Id genobs.raiganj@gmail.com)

আমডাঙা বিধানসভার দত্তপুকুর কাশিমপুর অঞ্চলের সুকান্ত পল্লিতে আয়োজিত মতুয়া মহাসম্মেলনে ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং।

গরমের ছুটির জন্য সামার স্পেশাল ট্রেন

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা গরমের ছুটিতে বেড়াতে যাওয়ার জন্য টিকিট মিলছে না! পূর্ব রেল অতিরিক্ত টিকিটের চাহিদা দেখে কয়েকটি গ্রীষ্মকালীন স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

কারণ, পূর্ব রেলে সামার স্পেশাল ট্রেনগুলির চলাচল শুরু হয়ে গেছে। পূর্ব রেলের তরফ থেকে এমনটাই জানান হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে। গরমের ছুটিতে হিমালয়ের শীতলতার আমেজ নিতে নিউ জলপাইগুড়ি বা উত্তর ভারতের উদ্দেশ্যে সপরিবার যাত্রায় বাঙালি উৎসাহী।

পূর্বরেল এগিয়ে এসেছে স্পেশাল ট্রেনের ঝুলি নিয়ে। গ্রীষ্মকালীন যাত্রার জন্য টিকিটের অতিরিক্ত চাহিদার সামাল দিচ্ছে এই স্পেশাল ট্রেন গুলি। পূর্ব রেল ইতিমধ্যেই যেসমস্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি চালাচ্ছে সেগুলি হল হাওড়া - হিসার (১ জোড়া), হাওড়া - নিউ জলপাইগুড়ি (১১ জোড়া), হাওড়া - রক্সৌল (১০ জোড়া), শিয়ালদহ - জাগি রোড (১২ জোড়া), কলকাতা - জয়নগর (১০ জোড়া), মালদা টাউন - নিউ দিল্লী (১৫ জোড়া), মালদা টাউন - আনন্দ বিহার (১১ জোড়া), ভাগলপুর - নিউ দিল্লি (১৪ জোড়া), আসানসোল - আনন্দ বিহার (১১ জোড়া), শিয়ালদহ - লখনৌ (১১ জোড়া),

আসানসোল - জয়পুর (১১ জোড়া), ভাগলপুর - উধনা (১ জোড়া) ইত্যাদি।

জনপ্রিয় রুটে চলা পূর্বরেলের সামার স্পেশাল ট্রেনগুলি যেমন ০৩০২৭ হাওড়া - নিউ জলপাইগুড়ি স্পেশাল, ০৩১০৭ শিয়ালদহ - লখনৌ সামার স্পেশাল , ০৩৫০৯ আসানসোল - খাতিপুরা / জয়পুর সামার স্পেশাল এই ট্রেনগুলিতে এখনো কিছু কিছু ক্লাসে টিকিট পাওয়া যাচ্ছে। যদিও তাও প্রায় শেষের দিকে।

এছাড়াও ০৩০২৭ হাওড়া - নিউ জলপাইগুড়ি সামার স্পেশালে ২৪ শে এপ্রিল তারিখে বাতানকুল ৩ টায়ার, বাতানকুল ৩ টায়ার ইকোনমি এবং স্লিপার ক্লাসে বার্থ পাওয়া যাচ্ছে। ০৩১০৭ শিয়ালদহ - লখনৌ সামার স্পেশালে প্রথম এসি, দ্বিতীয় এসি টায়ার এবং তৃতীয় এসি টায়ার এ বার্থ আছে ২৭ শে এপ্রিলের জন্য। ০৩৫০৯ আসানসোল - খাতিপুরা / জয়পুর স্পেশালে ২৩ শে এপ্রিল ও ৩০ শে এপ্রিল তারিখে টিকিট আছে প্রথম এসি, দ্বিতীয় এসি টায়ার এবং তৃতীয় কামরাতেও।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশের বেশি রিজার্ভেশন হচ্ছে , অর্থাৎ একটি বার্থ একাধিকবার রিজার্ভেশন করা হচ্ছে বলেও জানিয়েছে পূর্ব রেল। এর থেকেই এই স্পেশাল ট্রেনগুলির প্রতি যাত্রীদের বিপুল চাহিদাও অনুভব করা যাচ্ছে বলেই পূর্ব রেলের দাবি।

ট্রেনের পাশাপাশি সমস্ত ট্রেনেই পরিচ্ছন্নতা , জলসরবরাহ এবং অন্যান্য হাউসকিপিং এর উপর জোর দেওয়া হয়েছে যাতে যাত্রীদের ভ্রমণ স্বচ্ছন্দ হয়ে ওঠে। স্টেশনে স্টেশনে ওয়াটার কুলার বা জলের ট্যাঙ্ক বসানো হয়েছে। প্লাটফর্মের শেষের প্রান্তের দিকে জলের ট্যাঙ্ক বসানোর উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে যাতে যাত্রীরা বিশেষত সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী ও স্লিপার ক্লাসের যাত্রীরা সহজেই পানীয় জল পেতে পারেন। এছাড়াও আইআরসিটিসির জনতা মিল সরবরাহের জন্য বিভিন্ন স্টেশনে কিয়স্ক স্থাপন করেছে যাতে যাত্রীদের সস্তায় ভালো মানের খাবার দেওয়া যায়।

পাশাপাশি বিভিন্ন স্টেশনে আরপিএফ ভিড় সামলাচ্ছে যাতে ট্রেন চলার তাড়াহুড়োয় কেউ আঘাতপ্রাপ্ত না হন, এছাড়াও আরপিএফ ট্রেনের যাত্রীদের উদ্দেশ্যে জনসচেতনতার প্রচার চালাচ্ছে যাতে তারা বন্ধুবেশী মাদক প্রয়োগকারীদের খপ্পরে না পরেন ও অন্যান্য অসাধু ব্যক্তি বা টিকিট দালালদের থেকে দূরে থাকেন। এছাড়াও রেলওয়ে আধিকারিকরা কন্ট্রোল রুমে বসে ২৪ ড় ৭ ভিত্তিতে দিনভর সামার স্পেশাল ট্রেনগুলির পরিচালনার নিয়মানুবর্তিতা সুনিশ্চিত করছেন এবং বিভিন্ন স্টেশনের পরিস্থিতিতে উপর নজর রাখছেন।

এই গ্রীষ্মকালীন স্পেশাল ট্রেনগুলির জনপ্রিয়তা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই চাহিদাও বাড়তে শুরু করেছে। অনেক ট্রেনেই প্রায় আসন সংখ্যা পূর্ণ। যেমন হাওড়া - রক্সৌল স্পেশাল ও কলকাতা - জয়নগর স্পেশালে ১৩ ই এপ্রিল থেকে ২০ শে এপ্রিল অবধি যাত্রার প্রায় সবকটি দিনেই ১০০ শতাংশ ভর্তি হয়ে গিয়েছে। নিশ্চিত ও নিরাপদ যাত্রা ভ্রমণ করতে যাত্রীদের অনুরোধ করা হচ্ছে। তারা আইআরসিটিসির ওয়েবসাইট বা রেলের কাউন্টার থেকে টিকিট কাটতে পারবেন।

এই প্রসঙ্গে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র বলেন, 'গ্রীষ্মকালীন স্পেশাল ট্রেনগুলির হাউসকিপিং এর উপর জোর দিয়েছে পূর্ব রেল। এছাড়াও, প্রত্যেক স্টেশনেই ক্রাউড ম্যানেজমেন্ট এর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে যাতে সবাই সুষ্ঠুভাবে ট্রেনে চড়তে পারেন। নিরাপদ ও আরামদায়ক রেল পরিষেবা দিতে পূর্ব রেল সর্বদাই সচেষ্ট।'

চুঁচুড়ার একটি গুরুদ্বারে হুগলির বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়।

লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দফায় রাজ্যে আরও সংখ্যক বাহিনী

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রথম দফার নির্বাচনে বিক্ষিপ্ত হিংসার ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে লোকসভা নির্বাচনের তৃতীয় ও তৃতীয় দফায় রাজ্যে আরও বেশি সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়ন করা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, প্রথম দফার ভোটে ২৭৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। দ্বিতীয় দফার ভোটে থাকবে ২৯৯ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। তৃতীয় দফার ভোটে আরো বেশি ৪০২ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, লোকসভা নির্বাচনের তৃতীয় দফায় ৭ মে জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ, মালদা উত্তর ও দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রে ভোট নেওয়া হবে।

বাংলার জন্যই সবচেয়ে বেশি কেন্দ্রীয় বাহিনী চেয়েছিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। এই প্রেক্ষিতে অনেকে প্রশ্ন তুলছেন, তারপরও প্রথম দফায় হিংসা এড়ানো গেল না কেন? সেই প্রেক্ষাপটে নির্বাচন কমিশনের তরফে বলা হয়েছে, তৃতীয় দফার ভোটে অতিরিক্ত আরও ১০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে তৃতীয় দফার ভোটে। ৪০২ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে তৃতীয় দফার ভোট করাতে চাইছে কমিশন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার এর আগে বলেছিলেন, যেখানেই হিংসা রয়েছে, সেটা ভোটের আগে হোক, ভোটের সময় হোক বা ভোটের পর, আমরা সেই পরিস্থিতিতে মোকাবিলা করতে সর্বদা সতর্ক থাকব। সন্ত্রাস রুখতে আমাদের যা যা করতে হবে, আমরা কঠোরভাবে সেগুলো করব।

ভোটের অনেক আগেই এরাজ্যে চলে এসেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী।

বালি স্টেশনে রক্ষনাবেক্ষনের কাজের দরুন জরুরি ঘোষণা পূর্ব রেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য বালি স্টেশনে পাওয়ার ব্লক করার সিদ্ধান্ত নিল পূর্ব রেল। এর দরুন লোকাল ট্রেনের পরিষেবাতে বিঘ্ন না হলেও চারটি ট্রেনের যাত্রাপথ পরিবর্তনের ঘোষণা করল পূর্ব রেল।

এই কাজের দরুন ২২ এপ্রিল থেকে ২৯ জুন পর্যন্ত প্রতিদিন ২ ঘণ্টার বেশি সময় পাওয়ার ব্লক করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে হাওড়া-বর্ধমান কর্ড আপ-ডাউন বিভাগে ও আপ-ডাউন মেন লাইনে লোকাল ট্রেন পরিষেবাকে সচল রাখা হবে।

এই ৪৬ দিনের মধ্যে ৬ দিন হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনে, ৫ দিন আপ-ডাউন হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইন, আপ হাওড়া-বর্ধমান মেইন লাইনে, ৫ দিন ডাউন হাওড়া-বর্ধমান মেইন লাইন, ৫ দিন ডাউন মেইন লাইনে, ৬ দিন ডাউন মেইন লাইন, ডাউন লুপ লাইনে, ৭ দিন ডাউন মেইন লাইন, ডাউন লুপ লাইন, ৬ দিন ডাউন লুপ লাইনে, ৬ দিন আপ হাওড়া , বর্ধমান কর্ড লাইনে কাজ চলবে।

বালি স্টেশনে জরুরি রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য কয়েকটি ট্রেন ব্যান্ডেল হয়ে যাবে

■ ১২৩৭০ ডাউন দেরাদুন, হাওড়া কুম্ভ এক্সপ্রেস বর্ধমান থেকে ২৩, ২৪, ২৫, ৩০ এপ্রিল, ১ মে,২, ৭,৮,৯ ১৪ মে ব্যান্ডেল হয়ে ঘুরে চলবে।

■ ১২৩২৮ ডাউন দেরাদুন , হাওড়া উপাসনা এক্সপ্রেস বর্ধমান থেকে ২২,২৬,২৯ এপ্রিল, ৩ মে, ৬, ১০ মে ব্যান্ডেল হয়ে ঘুরে চলবে।

১৫২৭২ ডাউন মুজাফ্ফরপুর , হাওড়া জনসাধারণ এক্সপ্রেস বর্ধমান ২৪ এপ্রিল, ১ মে, ৫,৮ মে ব্যান্ডেল হয়ে ঘুরে চলবে।

■ ০৩০৫১ আপ হাওড়া বর্ধমান মেমু প্যাসেঞ্জার হাওড়া থেকে ৭,৮, ৯,১০,১৪,১৫,১৬,১৭,২১,২২ মে ডানকুনি হয়ে ঘুরে চলবে।

নিয়ন্ত্রিত হওয়া এক্সপ্রেস/মেল ট্রেনের তালিকা

■ ১৩০৩০ ডাউন মোকামা , হাওড়া এক্সপ্রেস ১৫,১৬,১৭,২১, ২৭,২৮,২৯,৩০ মে ও ৩ জুন বর্ধমান ও উত্তরপাড়ার মধ্যে ৭৫ মিনিট নিয়ন্ত্রিত হবে। .

■ ১৩০২৪ ডাউন গয়া , হাওড়া এক্সপ্রেস ১৫,১৬,১৭,২১,২২,২৩, ২৭,২৮,২৯,৩০ মে ও ৩ জুন ওই রুটে ১৫ মিনিট নিয়ন্ত্রিত হবে।

এছাড়াও স্পেশাল ও দেরিতে চলা ট্রেনগুলো বালি স্টেশনে পাওয়ার ব্লকের সময় অতিক্রম করলে পরিস্থিতি অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করা হবে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২১ এপ্রিল ২০২৪ ৮ বৈশাখ ১৪৩১ রবিবার

কাঁকুড়গাছির পথ দুর্ঘটনায় আহত ৬ বছরের শিশুর মৃত্যু হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শুক্রবার বিকেলে কাঁকুড়গাছির কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি গাড়ি রাস্তার পাশে থাকা দুই শিশু-সহ ৩ জনকে ধাক্কা দিয়ে গার্ডরেল ভেঙে উলটে গিয়েছিল। সেই ঘটনায় শনিবার সকালে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হল অঙ্কিতা সাউ নামে বছর ছয়েকের বাচ্চার। সেই খবর পেয়ে এদিনও স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। উত্তপ্ত পরিস্থিতি সামলাতে এলাকায় মোতায়েন করা হয়পুলিশ। ইতিমধ্যেই অবশ্য, ঘাতক গাড়ির চালককে গ্রেপ্তার করেছে ফুলবাগান থানার পুলিশ।

শুক্রবার বিকেলে কাঁকুড়গাছির দিক থেকে বেঙ্গল কেমিক্যাল মোড়ের দিকে যাচ্ছিল একটি চারচাকার গাড়ি। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য অনুযায়ী, গাড়ি চলছিল খুব জোরে। রাস্তার পাশে সেসময় দুই শিশুকে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তপন মাইতি নামে এক ব্যক্তি। আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি ওই তিন জনকে ধাক্কা মেরে গার্ডরেল ভেঙে ঢুকে পড়ে দোকানের ভিতর। অভিযোগ, ওই গাড়ির চালক মদ্যপ থাকায় গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি এবং এই দুর্ঘটনা। ঘটনায় আহত হয়েছিল হয় দুই শিশু রিয়া সাউ ও অঙ্কিতা সাউ। তাদের বয়স যথাক্রমে ৬ ও ৭ বছর। তাদের কোনওক্রমে গাড়ির নীচে থেকে বের করে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শনিবার সকালে অঙ্কিতার মৃত্যু হয়।

পুলিশ সূত্রে খবর, ঘাতক গাড়ির চালক অভিষেক সুলতানিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি সল্টলেকের বাসিন্দা । পুলিশের জেরার মুখে তিনি জানিয়েছেন, যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে চলন্ত গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন তিনি। যার ফলে শুক্রবারের দুর্ঘটনা বলে তাঁর দাবি। মদ্যপ থাকার অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন ধৃত অভিষেক। ফুলবাগান থানার পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত করছে।

ইডি ঠিকমতো তদন্ত করেনি, সত্যি খুঁজে বের করা হোক: মানিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ইডি ঠিকমতো তদন্তই করেনি। যে ৩২৫ জন ফেল করা ছাত্রের চাকরি পাওয়া নিয়ে অভিযোগ, তাঁরা আদৌ ফেল করেছিলেন কি না, ইডির কাছে সেই সংক্রান্ত তথ্য নেই। শনিবার কলকাতায় আদালতে এমনটাই দাবি করলেন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য।

শিক্ষা ক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছেন মানিক। ২ বছর হতে চলল তিনি জেলে। এদিন আদালতে মানিক ৩২৫ জন ফেল করা ছাত্রের রেজাল্টও দেখতে চেয়েছেন। শনিবার বিচারক মানিক ভট্টাচার্যকে ৩ মে পর্যন্ত বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

অভিযোগ, ৩২৫ জন প্রাথমিক চাকরিপ্রার্থী পরীক্ষায় ফেল করা সত্ত্বেও চাকরি পেয়েছেন। তাঁদের কাছ থেকে এক লক্ষ টাকা করে নিয়েছেন মানিক। এ ছাড়া ১০ জন পরীক্ষার্থীকে পাশও করিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। শনিবার আদালতে মানিক বলেন, 'ইডির চার্জশিটে দাবি করা হয়েছে ফেল করার পরেও ৩২৫ জনকে চাকরি দেওয়া হয়েছে। এক লক্ষ টাকা করে তাঁদের থেকে নেওয়া হয়েছে। ইডি বলেছে, ১৬ হাজার ৫০০ জনের প্যানেলের সঙ্গে ওই তালিকা তারা মিলিয়ে দেখেছে। তা হলে ৩২৫ জনের রেজাল্ট দেখানো হোক।' মানিকের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে ইডির আইনজীবীর সওয়াল, ইডি কেবল আর্থিক দুর্নীতির তদন্ত করছে। এই মামলায় ধৃত তাপস মণ্ডলের বয়ান থেকে একাধিক তথ্য উঠে এসেছে। সাত কোটি টাকার হদিসও পাওয়া গিয়েছে।

ইডির আইনজীবীর উদ্দেশে এর পর বিচারক প্রশ্ন করেন, 'এই ৩২৫ জনকে যে পাশ করানো হয়েছে, রেজাল্ট ছাড়া আপনারা সে কথা কী করে বলছেন?' ইডি আদালতে জানায়, এই সংক্রান্ত তদন্ত সিবিআই করছে। তাঁরা কেবল আর্থিক দুর্নীতির বিষয়গুলি দেখছেন। ইডির এই যুক্তি শুনেই বিচারকের উদ্দেশে মানিকের বক্তব্য, 'আমার খুব সাধারণ আবেদন হুজুর। সত্যিটা খুঁজে বার করা হোক।'

আদালতের বাইরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মানিক বলেন, 'ওরা বলছিল ৩২৫ জনকে বেআইনি ভাবে পাশ করানো হয়েছে। আমি তথ্য এবং প্রমাণ দেখতে চেয়েছিলাম। ইডি আদালতে বলল, তাদের কাছে তথ্যও নেই প্রমাণও নেই। ওরা পাশ করেছে কি ফেল করেছে, ইডি জানে না। ওদের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ওরা তদন্তই করেনি।'

নতুন মেট্রোরুট চালু হতেই লঞ্চে কমেছে যাত্রী, বিকল্প রুটে ফেরি চালানোর উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: হাওড়া ময়দান থেকে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত মেট্রো চালু হতেই একধাক্কায় যাত্রী কমল ফেরি সার্ভিস ও কিছুটা হলেও বাসে। প্রবল গরমে হাওড়া স্টেশনের ভেতর থেকেই এসি মেট্রো চাপার ব্যবস্থা। তার ওপর যানজটের বালাই নেই। মূলত মহাকরণের বহু কর্মী এই গরমের দিনে মেট্রোকে বেছে নিচ্ছে। তা ছাড়া ধর্মতলা যাওয়ার জন্যেও গরম হয়ে থাকা বাসের বদলে যাত্রীরা স্বস্তি খুঁজছেন গঙ্গার নীচ দিয়ে যাওয়া এসি মেট্রো রেকে। যার ভাড়া এসি বাসের চেয়ে কমই হচ্ছে।

আর এসেবর জেরে ভিড় কমেছে ফেরি সার্ভিসে। অগত্যা, আয়ের বিকল্প পথ তৈরি করতে একাধিক উদ্যোগ নিচ্ছে হুগলি নদী জলপথ পরিবহণ সমিতি। কলকাতা ও হাওড়ার মাঝে গঙ্গার দু'পারে রয়েছে একাধিক ঘাট- গঙ্গার ঘাট, বাবুঘাট, চাঁদপালঘাট,আর্মেনিয়ান, শোভা বাজার, বাগবাজার প্রভৃতি। এগুলি থেকে বেশ কয়েকটি রুটে ফেরি সার্ভিস দেওয়া হয়। সবটাই হুগলি নদী জলপথ পরিবহণ সমিতির অন্তর্গত। হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত মেট্রো চালু হয়ে যাওয়ায় আয় বৃদ্ধি করতে এবার বিকল্প রুটে লঞ্চ চালানোর ভাবনা করছে হুগলি নদী জলপথ পরিবহণ সমিতি।

সমিতির চেয়ারম্যান রাইচরণ মান্না বলেন, 'হাওড়া ময়দান পর্যন্ত মেট্রো চালু হয়ে যাওয়ায় আমাদের ফেরি সার্ভিসে যাত্রী অনেকটাই কমেছে। তাই বিকল্প রুট হিসেবে হাওড়া থেকে কাশীপুর পর্যন্ত লঞ্চ চালানো শুরু হবে। চলবে পণ্য পরিবাহী লঞ্চও। এজন্য আমরা ১৯টি লঞ্চ নতুন করে সংস্কার করছি।'

গত মার্চেই হুগলি নদী জলপথ পরিবহণ সমিতির নতুন বোর্ড গঠন হয়েছে। তারপরই ফেরি সার্ভিসকে আরও আর্কষণীয় করার একাধিক উদ্যোগ নেন বোর্ডের সদস্যরা। সেই পরিকল্পনার মধ্যে ছিল হাওড়া-কলকাতা ফেরি সার্ভিসও। তার মাঝেই চালু হয়ে যায় হাওড়া ময়দান-এসপ্ল্যানেড মেট্রো। ফলে ফের নতুন করে পরিকল্পনা তৈরি করতে হয় হুগলি নদী জলপথ পরিবহণ সমিতিকে।

সমিতির এক সদস্যর কথায়, 'জলপথের চেয়ে মেট্রোয় অনেক দ্রুত পৌঁছানো যায়। ফলে মানুষ মেট্রো পরিষেবাকে বেছে নিয়েছেন। তাই যে সব রুটে জলপথ নেই, অথচ চাহিদা রয়েছে এমন রুটগুলিতে লঞ্চ চালানোর পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে।'

হিট স্ট্রোকের রোগীদের জন্য হাসপাতালে বিশেষ ব্যবস্থা!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার পারদ ৪০ ডিগ্রি ছাড়িয়েছে। গরম হাওয়া শরীরে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে বেশ কয়েকজন হিট স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছেন বলে স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর। এ নিয়েই এবার সতর্ক হল স্বাস্থ্য দপ্তর। জানা গিয়েছে, রাজ্যের প্রত্যেক হাসপাতালে হিট স্ট্রোকের জন্য বিশেষ ওয়ার্ড চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

হিট স্ট্রোকের জন্য চালু করা বিশেষ ওয়ার্ড নিয়ে নির্দেশিকাও দেওয়া হয়েছে।

বলা হয়েছে প্রতিটি হাসপাতালকে বিশেষ ঘরে ন্যূনতম দু'টি বেড রাখতে হবে। সেই ঘরে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বা হাইস্পিড পাখার ব্যবস্থা রাখতে হবে। এছাড়াও আপৎকালীন পরিস্থিতির বিভিন্ন ওষুধ, থার্মোমিটার, পোর্টেবল ইসিজি মেশিন প্রভৃতি রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

একই সঙ্গে ভিজে তোয়ালে, পর্যাপ্ত ঠান্ডা জল, বরফ, রাখতে বলা হয়েছে। তীব্র তাপদাহের কারণে প্রতিদিন কতজন অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন, তাঁদের কী ধরনের সমস্যা থাকছে- এই সংক্রান্ত রিপোর্টও জমা দিতে বলা হয়েছে। বেলা ১১টা থেকে ৪টে পর্যন্ত একান্ত প্রয়োজন না থাকলে বাইরে না বেরানোর পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা।

প্রচারের ফাঁকে 'সিনিয়র' অরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে ক্যারাম খেললেন সায়নী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর : এটা কি প্রচারের কৌশল নাকি নিছক কাজের ফাঁকে একটু অক্সিজেন নিয়ে নেওয়া!

তাপমাত্রার পারদ যতই উঠুক ভোট-লড়াইয়ে থামলে চলবে না। ফলে শরবত খেয়ে, সুতির পোশাক জড়িয়ে, কখনও টুপি মাথায় দিয়ে চলছে ভোটপ্রচার। সেই ভোটপ্রচারেই এবার ভাইরাল অরূপ বিশ্বাস ও সায়নী ঘোষের ক্যারাম খেলা। দিন কয়েক আগেই গড়িয়াহাট ব্রিজের নিচে দাবার আড্ডায় দেখা গিয়েছিল তারকা প্রার্থীকে।

যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের তারকা প্রার্থী সায়নী ঘোষ। প্রথম থেকেই জোর কদমে প্রচার চালাচ্ছেন তিনি। কখনও রঙিন রোড শো আবার কখনও জনসভায় বক্তব্য রাখছেন। তাঁর বিরুদ্ধে বাম প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্য, বিজেপি প্রার্থী অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রতিদ্বন্দ্বী দুই প্রার্থীর সঙ্গে প্রচারের ময়দানে টেক্কা দিয়ে লড়ছেন।

এবার সেই প্রচারের ফাঁকেই ক্যামেরা বন্দি হল সায়নী ঘোষ ও দলেরই 'সিনিয়র' অরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে ক্যারাম ডুয়েল। শনিবার বাঁশদ্রোণী অঞ্চলে প্রচারে গিয়েছিলেন সায়নী ঘোষ। সাদা সালোয়ার। কপালে টিপ। সাদামাটা সাজেই প্রচারের ময়দানে দেখা গিয়েছে সায়নীকে। প্রচারের ফাঁকে দুই রাজনীতিকের খেল-আড্ডার সেই ভিডিওই বর্তমানে নেটপাড়ায় ভাইরাল।

একুশের বিধানসভা ভোটের সময়েও আসানসোলে তৃণমূলর স্তর থেকে প্রচার শুরু করেছিলেন। এবারও তাই। যাদবপুরে ভোটপ্রচারের ময়দানে বেড়ে খেলছেন সায়নী ঘোষ। সাজপোশাক থেকে শুরু করে ভাষণ, এমনকী জনসংযোগেও সায়নী ঘোষের অনুপ্রেরণা 'দিদি' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তীব্র জলকষ্ট পানিহাটিতে, ভোট বয়কটের হুঁশিয়ারি ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: অসহ্য গরমে যখন একটু জলে মানুষ স্বস্তি খুঁজছে তখন সেই জলটুকুও পাচ্ছেন না পানিহাটি পুরসভার ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। প্রতিবাদে শনিবার পানীয় জলের দাবিতে সুনীত ব্যানার্জি রোডের ঘোলা গার্লস হাই স্কুলের কাছে রাস্তার ধারে দীর্ঘক্ষন বিক্ষোভ দেখালেন বাসিন্দারা। অবিলম্বে জলের সমস্যা না মিটলে ভোট বয়কট করবেন বলে হুঁশিয়ারি দেন তাঁরা। এ নিয়ে স্থানীয় কাউন্সিলর কাঞ্চন মুখোপাধ্যায় বলছেন, পানীয় জলের সমস্যার বিষয়টি পুর কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়েছে। আগামী পয়লা জুন দমদম লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচন। পানিহাটি পুরসভা দমদম লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত। পানিহাটি পুরসভার ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা সাফ জানান, এই গরমে জলকষ্ট না মিটলে প্রয়োজনে ভোট বয়কট করবেন তাঁরা।

তবে ভোটের মুখে জলের দাবিতে বাসিন্দাদের বিক্ষোভের জেরে অস্বস্তিতে শাসকদল। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, গত ১৫ দিন ধরে তাঁরা প্রচণ্ড জল কষ্টে ভুগছেন। অল্প সময়ের জন্য জল মিললেও, জলের বেগ অত্যন্ত কম। পুরসভার রাস্তার ধারের কল থেকে জল পড়ছে না। একমাত্র টিউবয়েলটিও অকেজো হয়ে পড়ে

রয়েছে। মেরামতির ব্যাপারে কারও হেলদোল চোখে পড়ছে না। বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে ঘোলা অ্যাসোসিয়েশন ক্লাবের জমিতে ২০১১ সালের অগাস্ট মাসে পাম্প বসানো হয়েছিল। কিন্তু গত দু'বছর ধরে সেই পাম্প অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে। নতুন করে পাম্পও বসানো হয়নি। বিক্ষোভকারীদের দাবি, জলের সমস্যা মেটানোর জন্য স্থানীয় কাউন্সিলরকে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি পুর কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়েছে। তবুও পানীয় জলের সমস্যা মেটেনি। মিলেছে শুধুই আশ্বাস। নিজের ওয়ার্ডের পানীয় জলের সমস্যা স্বীকার করে নিয়ে স্থানীয় কাউন্সিলর কাঞ্চন মুখোপাধ্যায় বলেন, 'ওয়ার্ডের জলের সমস্যার বিষয়ে পুর কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। অকেজো পাম্পের বদলে নতুন করে পাম্প বসানোর কথা বলেছি।' পাশাপাশি ওই ওয়ার্ডে আরও একটি নতুন পাম্প বসানোর জন্য তিনি প্রস্তাব রেখেছেন বলে জানান।

'বিজেপির লোক' বলা সুদীপের হয়েই ক্ষুব্ধ কাউন্সিলরের অনশন মঞ্চে কুণাল

শরবত খাইয়ে অনশন ও মান ভাঙালেন মোনালিসার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দু'মাস যে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকাশ্যে সমালোচনা করেছিলেন তৃণমূলের মুখপাত্র শনিবার সেই সুদীপের হয়েই দলীয় কাউন্সিলর মোনালিসা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মান ভাঙাতে গেলেন কুণাল ঘোষ!

উত্তর কলকাতার তৃণমূল প্রার্থী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কলকাতার ৪৯ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর মোনালিসার অভিযোগ তাঁকে বাদ দিয়ে তাঁর ওয়ার্ডেই ভোটের কাজকর্ম পরিচালনা করছেন সুদীপ। সমান্তরাল ভাবে একটি পার্টি অফিসও চলছে। মোনালিসা এবং তাঁর অনুগামীদের অভিযোগ, উত্তর কলকাতা লোকসভায় তৃণমূল প্রার্থী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য নতুন নির্বাচনী কার্যালয় খোলা হয়। এলাকায় নির্বাচনী কার্যালয় ছিল। আচমকা ভোটের আগে কাউন্সিলরকে অন্ধকারে রেখে তড়িঘড়ি নতুন কার্যালয় খোলা হয়েছে। সেখানে যাঁরা আনোগোনা করছেন কস্মিনকালেও তাঁদের এলাকায় রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে দেখা যায় না। তিনি আরও দাবি করেন, কাউন্সিলরকে নিষ্ক্রিয় করে রেখে নির্বাচনের কাজ করতে চাইছে কেউ কেউ। এটা ঠিক নয়।

বার বার জানিয়েও কাজ না হওয়ায় তিনি শিয়ালদহে তাঁর ওয়ার্ড এলাকাতেই মঞ্চ বেঁধে অনশন শুরু করেন।

মাস দুই আগে যে কুণাল ঘোষ বলেছিলেন সুদীপকে যেন দল লোকসভা ভোটে আর টিকিট না দেওয়া হয়। সুদীপকে 'বিজেপির লোক' বলে কটাক্ষ করেছিলেন

যিনি, শনিবার সেই সুদীপের হয়েই দৌত্য করলেন কুণাল। তিনি অনশন মঞ্চে গিয়ে শুধু কাউন্সিলর মোনালিসা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বোঝালেন তাই নয়, তাঁর অনশন ও মান দুই-ই ভাঙালেন। ওই মঞ্চ থেকেই সুদীপের সঙ্গে মোনালিসার কথাও বলিয়ে দেন কুণাল। মোনালিসার দাবি ছিল, তাঁর ওয়ার্ডে পৃথক পার্টি অফিস বন্ধ করতে হবে। তাঁকে ভোটের কাজে 'সসম্মানে' রাখতে হবে। সুদীপ জানিয়েছেন, ওয়ার্ডে একটি 'নির্বাচনী স্টিয়ারিং কমিটি' গঠন করা হবে। তার চেয়ারম্যান হবেন মোনালিসা। তবে পৃথক অফিসটি এখনই বন্ধ করা হবে না। ভোটের পর তা তুলে দেওয়া হবে। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, এর আগেও মোনালিসা এ নিয়ে সরব হয়েছিলেন। সেই সময় সুদীপ নিজে তাঁর সঙ্গে বৈঠক করে বিষয়টি মিটিয়ে নেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সুদীপের বাহিনীর কাজকর্মে ক্ষুব্ধ হয়ে মোনালিসা ফের বসে পড়েন অনশনে। জানা গিয়েছে এমনিতে কুণাল উত্তর কলকাতার লোক। সূত্রের খবর, দু'দিন আগে উত্তরবঙ্গ থেকে ফিরে মোনালিসার বিষয়টি নিয়ে তিনি সুদীপের সঙ্গে কথা বলেন। তার পর বার্তা পাঠানো হলেও মোনালিসা ঠায় বসেছিলেন। কিন্তু এই গরমে অনশন চালাতে গিয়ে ক্রমে অসুস্থ হয়ে পড়েন ওই কাউন্সিলর। আবার কুণাল সুদীপের কাছে বার্তা পাঠান। তারপর সুদীপের 'দূত' হয়েই শনিবার মোনালিসার সত্যাগ্রহ মঞ্চে হাজির হন কুণাল। কুণালের কথা শুনে মোনালিসা জানিয়েছেন, তিনি অনশন প্রত্যাহার করছেন। কুণালই তাঁকে শরবত খাইয়ে অনশন ভাঙান। কিন্তু পাশাপাশিই মোনালিসা এ-ও জানিয়েছেন, তিনি অনশন তুললেও সত্যাগ্রহের মঞ্চটি এখনই তুলে ফেলছেন না। কারণ কথার খেলাপ হয়ে তিনি ফের আন্দোলন শুরু করবেন।

কুণাল ঘোষ জানিয়েছেন, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় মোনালিসার ওয়ার্ডেই প্রচারে যাবেন। সেখানে কাউন্সিলর হিসেবে মোনালিসাও থাকবেন।

শহরের উষ্ণতম দিনে মানবিক ছবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার তাপমাত্রার পারদ ৪০ ডিগ্রি ছুঁয়ে ফেলেছে। তীব্র দাবদাহে প্রাণ ওষ্ঠাগত সকলেরই। চার পেয়েরাও প্রবল গরমে ধুঁকছে। রাজ্য স্তায় দাবদাহে অসুস্থ হয়ে পড়া ঘোড়াকে দেখে তার জন্য এগিয়ে এলেন হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল।

শনিবার সকালে হাইকোর্টে যাচ্ছিলেন হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল চৈতালি চট্টোপাধ্যায়। ময়দান এলাকায় হঠাৎ দেখতে পান একটি অসুস্থ ঘোড়াকে। তীব্র রোদের থেকে রেহাই পেতে একটু গাছের ছায়া খুঁজলেও গলায় দড়ি থাকায় তার নাগাল পাচ্ছিল না সে। একইসঙ্গে ঘোড়ার আচরণেও মনে হয় সে অসুস্থ। এরপরই গাড়ি থেকে নেমে কী হয়েছে তার খোঁজখবর নেওয়াও শুরু করেন। একটু পরেই বোঝা যায় তীব্র গরমেই অসুস্থ হয়ে পড়েছে ঘোড়াটি। গলায় দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকায় ছায়ার খোঁজে বেশিদূর যেতে পারেনি সে। এরপরই খোঁজ শুরু হয় ঘোড়ার মালিকের। তবে শুরুতে তাঁর খোঁজ মিলছিল না বলেই সূত্রে খবর। এদিকে ততক্ষণে রেজিস্ট্রার জেনারেলকে দেখে হাজির হয় পুলিশও। খোঁজ-খবর নিয়ে ফোন যায় ঘোড়ার মালিকের কাছে। পুলিশের তরফেও চেষ্টা করা হয় ঘোড়াটিকে জল খাইয়ে সুস্থ করার। কিন্তু পিঠে ঘা থাকায় কোনওভাবেই ঘোড়াটি উঠে দাঁড়াতে পারছিল না। অবশেষে ময়দানে আসেন ঘোড়ার মালিক ফিরোজ। তাঁর দাবি, তাঁর ঘোড়া সুস্থই রয়েছে। ওর চিকিৎসার বিশেষ প্রয়োজন নেই। সঙ্গে এও জানান, তিনি একটা কাজে গিয়েছিলেন। সেই কারণেই আসতে দেরি।

তীব্র দাবদাহে প্রাণ ওষ্ঠাগত সকলেরই। চার পেয়েরাও প্রবল গরমে ধুঁকছে। রাস্তায় দাবদাহে অসুস্থ হয়ে পড়া ঘোড়াকে দেখে তার জন্য এগিয়ে এলেন হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল। শনিবার সকালে হাইকোর্টে যাচ্ছিলেন হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল চৈতালি চট্টোপাধ্যায়। ময়দান এলাকায় হঠাৎ দেখতে পান একটি অসুস্থ ঘোড়াকে। তীব্র রোদের থেকে রেহাই পেতে একটু গাছের ছায়া খুঁজলেও গলায় দড়ি থাকায় তার নাগাল পাচ্ছিল না সে।

তবে পুলিশের তরফ থেকে ঘোড়াটিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিকে মালিককেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে পুলিশের তরফ থেকে। তবে এই গরমে শহরের পশুদের প্রতি আর একটু মানবিক হওয়ার আবেদন জানান চৈতালী। বলেন, ওর পিঠে তো একটা ক্ষত রয়েছে। আমরা ঘোড়াটাকে দেখেই জল খাওয়ানোর চেষ্টা করি। ঘোড়াটি নিজে অনেকবার ওঠার চেষ্টা করে। কিন্তু উঠতে পারেনি।ড

সম্পাদকীয়

দেশের ৭০ শতাংশ নাগরিক গ্রামে, সেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না

যে কোনও আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স মাধ্যম থেকে প্রাপ্ত উত্তর সংজ্ঞা, কিংবা সমাধান 'ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং' প্রযুক্তির মাধ্যমেই হয়ে থাকে, যা মানুষের ভাষা এবং কম্পিউটারের মধ্যে একটি যোগাযোগ তৈরি করে মাত্র। গুগল বা উইকিপিডিয়া, অথবা 'অ্যালেক্সা' ও 'সিরি' নামে দু'টি বৈদ্যুতিন যন্ত্র আগেই মানুষের কণ্ঠস্বর থেকে নির্গত শব্দ বা আদেশ অনুসরণ করে সুনির্দিষ্ট কাজটি করার দক্ষতা দেখিয়েছিল। কিন্তু সেই নির্দেশ তার সার্ভারে ডেটা ব্যাঙ্ক-এর মধ্যে মজুত থাকা চাই। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা জনসাধারণকে আক্ষরিক পরিষেবা প্রদান করতে পারে, কিন্তু বাস্তবে পরিষেবা প্রদান করার জন্যে দরকার রক্ত-মাংসের মানুষের মধ্যস্থতা। বিভিন্ন ওয়েবসাইট-এ 'চ্যাট-বট' যেমন অনেকটা স্বয়ংক্রিয় ভাবে একটি নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত গ্রাহককে সেবা দিতে সক্ষম, ঠিক তেমনই এই চ্যাটজিপিটি। বস্তুত চ্যাটজিপিটি-র প্রেরিত তথ্য ওই কোম্পানির একাধিক প্ৰযুক্তি বৈজ্ঞানিকের বানানো তথ্যভান্ডার থেকে প্রাপ্ত ফল, যা অনেকটা তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ও সিদ্ধান্তের উপর তৈরি। তাই এ থেকে কোনও উপসংহারে আসা যাবে না। মনঃসংযোগ ছাড়া মস্তিষ্কে কোনও বিষয়ে ঝড় ওঠে না। বলা বাহুল্য, সহজাত এই চিন্তা বা বুদ্ধিমত্তা ছাড়া কোনও উৎপাদন বা গবেষণা উৎকর্ষ লাভ করে না। এই উৎকর্ষ অফিস কর্মীদের মধ্যে ইদানীং আর দেখা যাচ্ছে না। মানুষের মধ্যে সামাজিক সৌজন্য যেমন লোপ পাচ্ছে, তেমনই সহজাত বুদ্ধিমত্তার মৃত্যুও ঘটছে। মানুষের মস্তিষ্কের চিন্তাশক্তির বিশ্রামের কথা ভেবে, না কি মানুষকে আরও বেশি চিন্তাপ্রবণ এবং শিক্ষিত হওয়ার কথা ভেবে এই প্রযুক্তির আত্মপ্রকাশ, সেটা ভবিষ্যৎই বলবে। এখনও পর্যন্ত যে অবস্থায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা রয়েছে, তার সঠিক ব্যবহার পেতে হলে যতটা প্রযুক্তিতে দক্ষ হওয়া দরকার, তার থেকে বেশি দক্ষতা থাকা দরকার ইংরেজি ভাষা এবং তার সঠিক উচ্চারণের উপর। আমাদের দেশে ৭০ শতাংশ নাগরিক যেখানে গ্রামীণ জীবন-যাপন করছেন, সেখানে শতাংশের হারে এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না। কিন্তু আসল কথাটি ঢাকা পড়ে গেল প্রযুক্তির কচকচানিতে। আমরা জানি, স্মার্টফোন ব্যবহারকারীদের অধিকাংশই বিভিন্ন সার্চ এঞ্জিন ব্যবহার করতে অভ্যস্ত। যার অর্থ, এই বিপুল সংখ্যক জনগণের রুচি, ব্যক্তিগত পছন্দ প্রভৃতি নানা তথ্য মজুত থাকছে ওই পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার কাছে। যে তথ্য বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কাছে বাণিজ্যিক ভাবে অত্যন্ত মূল্যবান, তা দিয়ে তারা 'ডিজিটাল মার্কেটিং' করতে পারে। ইন্টারনেটে আমরা কোন ওয়েবসাইট দেখছি, কোন পণ্য পছন্দ করছি, সে তথ্য চলে যাচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার হাতে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে। এই তথ্য প্রয়োজনে তারা বিক্রি করতে পারে বিভিন্ন সংস্থাকে। তবে একটি বিশেষ শ্রেণির নাগরিকের তথ্য পাওয়ার জন্যে দরকার একটি বিশেষ ধরনের মাধ্যম, যা শুধু একটি বিশেষ শ্রেণির নাগরিকরাই ব্যবহার করতে পারেন। চ্যাটজিপিটি সম্ভবত সে রকমই একটি মাধ্যম। কে বলতে পারে, এই মাধ্যমে কোনও উদ্ভাবনী গবেষণার বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে গেলে সেটিও একটি বিক্রয়যোগ্য পণ্য বলে বিবেচিত হবে কি না?

জন্মদিন

আজকের দিন

জয়দীপ মুখোপাধ্যায়

১৯৪২ বিশিষ্ট টেনিস খেলোয়াড় জয়দীপ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।
১৯৫০ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা শিবাজি সতমের জন্মদিন।
১৯৫৫ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ রাজেন্দ্র সিং রাঠোরের জন্মদিন।

কবি শঙ্খ ঘোষের তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আজ ২১ এপ্রিল
কথাসাহিত্যিক সিদ্ধার্থ সিংহ লিখেছেন তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণা

আমি শঙ্খ ঘোষ বলছি

কবে, কোথায়, কী ভাবে যে প্রথম শঙ্খ ঘোষের মুখোমুখি হয়েছিলাম আমার এখন আর মনে নেই। তবে হাডকো থেকে সল্টলেকে ঢোকার মুখে শঙ্খ ঘোষ যে আবাসনে থাকতেন, সেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সমবায় নিবাসে আজ থেকে বহু বহু বহু বছর আগে আমি গিয়েছিলাম।

নাহ্, শঙ্খ ঘোষের কাছে নয়। গিয়েছিলাম আমার এক বন্ধুর বাবার শ্রাদ্ধে। তিনি থাকতেন নিউ আলিপুরে। যুগান্তর যখন রমরম করে এগিয়ে চলেছে, ঠিক সেই সময়ে যুগান্তরকে পিছনে ফেলে আনন্দবাজার গোষ্ঠীকে যে গুটিকতক সাংবাদিক এবং সাহিত্যিক আজকের আনন্দবাজার সংস্থায় পরিণত করেছেন, তার মধ্যে অবশ্যই তিনি একজন। তাঁর নাম— সন্তোষকুমার ঘোষ।

ওঁর ছেলে সায়ন্তন ঘোষ ওরফে টিটু ছিল আমার কলেজের বন্ধু। আমার থেকে দু'ক্লাস উঁচুতে পড়লেও ওঁর সঙ্গে আমার এতটাই ঘনিষ্ঠতা ছিল যে, মাঝে মাঝেই দুপুরে খাওয়ার জন্য ওঁর বাড়িতে চলে যেতাম। পরে আনন্দবাজারে বেশ কিছুদিন ওঁকে আমার সহকর্মী হিসেবেও পেয়েছিলাম। এখন বর্তমান পত্রিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট।

ওঁর দিদি মানে কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর পুত্রবধূ, মিলুদি, যাঁর ভাল নাম কাকলি, তিনি যে আমার কত লেখা বর্তমান পত্রিকায় ছেপেছেন তার কোনও ঠিক নেই।

সেই টিটু থাকতেন ওই ঈশ্বরচন্দ্র নিবাসের ঠিক পাশেই। বিধান নিবাসে। ওখানেই শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হয়েছিল সন্তোষকুমার ঘোষের।

কিন্তু যেহেতু আমি একা নই, আমার সঙ্গে গিয়েছিলেন রমাপদ চৌধুরী, রাধানাথ মণ্ডল, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ছাড়াও আরও অনেকে। সেই অনেকের কেউ কেউ যখন ওই শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের মধ্যেই পাশের ঈশ্বরচন্দ্র নিবাসের শঙ্খ ঘোষের বাড়ির দিকে হাঁটা দিয়েছিলেন, তখন আমি ওদের সঙ্গে গেলেও, শঙ্খ ঘোষের এ-১/৬ ফ্ল্যাটে ঢুকিনি। ফলে সেখানে শঙ্খ ঘোষের সঙ্গে আমার আলাপ হয়নি। আলাপ হয়েছে তারও অনেক পরে।

হঠাৎ একদিন সক্কালবেলায় দেখি, আমাদের বাড়ির ল্যান্ডফোনে একটা ফোন। রিসিভার তুলতেই ও প্রান্ত থেকে ভেসে এল— আপনি এই রাধাদাসের খবরটা কোত্থেকে পেলেন? রাধাদাস! ষোড়শ শতাব্দীর এই রাধাদাসের কথা তো বৈষ্ণব সাহিত্য রসিকরাও জানেন না। জানেন না তাঁর লেখা কাব্য 'কৃষ্ণলীলামৃত গীত'-এর কথাও। আমি তো সবেমাত্র একটি প্রবন্ধে প্রথম লিখেছি তাঁর কথা! সে প্রবন্ধ তো এখনও আলোর মুখই দেখেনি। তা হলে ইনি জানলেন কী করে! ইনি কে?

তাই আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কে বলছেন?

ফোনের ও প্রান্ত থেকে উনি বললেন, আমি শঙ্খ ঘোষ।

বুঝতে পারলাম কেউ মজা করছে। যেমন আমিও অনেক সময় করি। সদ্য বিয়ে করা কোনও বন্ধুকে আচমকা মধ্যরাত্রে ফোন করে বলি, তুই কি ঘুমিয়ে পড়েছিস নাকি? কী করছিস?

কিংবা অন্য কোনও বন্ধুকে খুব গম্ভীর গলায় ফোন করে বলি, আমি লালবাজার থেকে বলছি...

অথবা ঘাবড়ে দেওয়ার জন্য বলি, আপনি যা করছেন ঠিক করছেন না। আপনি যা করেছেন, যা করছেন এবং আপনি যা করবেন, আমরা সব জানি। খুব সাবধান। এখনই সতর্ক হোন। না হলে কিন্তু বিপদে পড়ে যাবেন...

আমার অনেক বন্ধু আছে, যারা আমার মতো তারাও মাঝে মাঝে ফোন করে এমন এমন কথা বলে, যা চমকে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

ফলে আমি বুঝতে পারলাম কেউ না কেউ ইয়ার্কি মারছে। কারণ শঙ্খ ঘোষ আমাকে ফোন করার লোক নন। আমি বহুবার তাঁর বাড়িতে গিয়েছি। কখনও মল্লিকা সেনগুপ্ত আমাকে পাঠিয়েছেন সানন্দা পত্রিকার কোনও লেখা আনার জন্য। কখনও গিয়েছি 'বাবু বিবি সংবাদ'-এ তাঁর সঙ্গে কথা বলে কিছু লেখার জন্য। অথবা অন্য কেউ পাঠিয়েছে আমাকে ওঁর একটি ছোট্ট সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য।

যত বারই গিয়েছি এবং যতটা তাঁকে দেখেছি এবং চিনেছি তাতে আমার একবারও মনে হয়নি উনি আমাকে ফোন করতে পারেন এবং তার থেকেও বড় কথা, ফোন করতে হলে তো আমার ফোন নম্বর ওঁর কাছে থাকতে হবে! আমার নম্বর উনি খামোখা সেভ করে রাখতে যাবেন কেন! সুতরাং উনি আমাকে ফোন করেছেন এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

আর উনি যখন ফোন করেননি, তার মানে কেউ না কেউ আমার সঙ্গে চ্যাংরামো মারছে। তো, আমার সঙ্গে যদি কেউ চ্যাংরামো মারে, আমি কেন তার সঙ্গে চ্যাংরামো মারব না?

তাই উনি যখন আমাকে বললেন, আমি শঙ্খ

ঘোষ, আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, হ্যাঁ বলুন, আমি অমিতাভ বচ্চন বলছি।

আমি এই কথাটা বললাম ঠিকই, কিন্তু ফোনের ও প্রান্ত হঠাৎ করেই একদম স্তব্ধ হয়ে গেল। বুঝলাম, ফোনের ও প্রান্তে যিনি রয়েছেন, তিনি এটা নিতে পারেননি। কিংবা ভেবেছেন আমি হয়তো ওঁর কথাটা শুনতে পাইনি। তাই কয়েক মুহূর্ত থমকে থেকে খুব আস্তে আস্তে করে কেটে কেটে খুব গম্ভীর গলায় উনি বললেন, আমি শঙ্খ ঘোষ বলছি। ওঁর বলার ধরণ দেখে আমি থতমত খেয়ে গেলাম। না, কেউ চ্যাংরামো করছে না। ইনি শঙ্খ ঘোষই। তাই গলার স্বর নামিয়ে বললাম, হ্যাঁ বলুন।

উনি বললেন, আপনি যে প্রবন্ধটা লিখেছেন, 'কৃষ্ণকীর্তনে নতুন সংযোজন— রাধাদাস' এই লেখাটির তথ্য আপনি কোথা থেকে পেলেন? কোন বইতে?

আমি তাঁকে বললাম, পুরুলিয়ার যুধিষ্ঠির মাজীর বড় ছেলে শিবপ্রসাদ মাজী একটি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করেছিলেন। সেই গীতিকাব্যটির নাম— কৃষ্ণলীলামৃত গীত। লিখেছিলেন রাধাদাস। না, রাধা দাস নয়, কারণ তখনও নামের শেষাংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পদবির সৃষ্টি হয়নি।

ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে যে রাধানাথ দাসের কথা উল্লেখ করেছেন, ইনি কিন্তু তিনি নন। তিনি ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি এবং অতি দুর্বল পদকর্তা। তাঁর সঙ্গে এঁর কোনও সম্পর্ক নেই।

ডা. ক্ষুদিরাম দাস এই পাণ্ডুলিপিটিকে অতি মূল্যবান বলে জানালেও, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি কিন্তু এই কাব্যটিকে গ্রন্থাগারে প্রকাশ করার ন্যূনতম আগ্রহও দেখায়নি। ফলে ১৯৯৮ সালের ২১ জুন তিনি মারা যাওয়ার পরে তাঁর বাবা যুধিষ্ঠির মাজী নিজেই উদ্যোগ নিয়ে বইটি ঠিকঠাক মতো সাজিয়ে, সম্পাদনা করে শেষ পর্যন্ত অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে, অধ্যাপক ড. দিলীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় যে 'রাধাদাস প্রণীত কৃষ্ণলীলামৃত গীত' প্রকাশ করেছেন, সেই বইটি থেকেই আমি এই তথ্যগুলো পেয়েছি।

বুঝতে পারলাম, আমার বাড়ির খুব কাছেই প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্র 'আরেক রকম' নামে যে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রবন্ধের পত্রিকা বের করছেন, যে পত্রিকায় আমি মাঝে মাঝেই লিখি, সেই পত্রিকাতেই আমি যে প্রবন্ধটি দিয়েছি, যেহেতু শঙ্খ ঘোষ নিজেও ওই পত্রিকার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত, সেই সুবাদে আমার এই গদ্যটি হয়তো তাঁর হাতে গিয়ে পড়েছে এবং উনি সেটা পড়েছেন। এবং ওটা পড়ার পরেই তাঁর মনে খটকা লেগেছে, যে তথ্য কেউ জানেন না, সেই তথ্য আমি জানলাম কোথা থেকে! তাই হয়তো উনি এই ফোনটি করেছেন।

কোন বই থেকে আমি এই তথ্য পেয়েছি জানার পরেই উনি বললেন, সেই প্রকাশকের নাম এবং ঠিকানাটা আমাকে একটু দেবেন?

আমি বললাম, আপনি চাইলে আমি আপনার মেয়ে সেমন্তীর হাতে এই বইটি পাঠিয়ে দিতে পারি। ও তো আমাদের নীচের ফ্লোরেই বসে! উনি বললেন, না না, পাঠানোর দরকার নেই। আপনি শুধু প্রকাশকের নাম আর ঠিকানাটা পাঠিয়ে দিন। আমি ঠিক সংগ্রহ করে নেব।

এর ঠিক পরের রবিবার আমি যখন আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত আমার 'পঞ্চাশটি গল্প' বইটি তাঁকে দিতে গেলাম, সেখানে আরও অনেকের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কবি কালীকৃষ্ণ গুহ। তিনি মজা করে বললেন, সিদ্ধার্থ, এটা তোমার কত নম্বর বই? চারশো? না, সাড়ে চারশো?

আমি লজ্জা পেয়ে বলেছিলাম, না না, অত না। এটা আমার দুশো চুয়ান্নতম বই।

আমার কথা শুনে শঙ্খ ঘোষ আমার দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়েছিলেন। সে দৃষ্টি আমি এখনও ভুলিনি। কোনও দিনও ভুলতে পারব কি!

কলকাতার গ্র্যান্ড হোটেলে বাঁ দিক থেকে কবি ও কথাসাহিত্যিক সিদ্ধার্থ সিংহ এবং কবি শঙ্খ ঘোষ।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম

ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী

শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরুষের বন্দনায় বলা হইয়াছে -
ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতম
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম।।

হে প্রপন্নজনের পালক, হে মহাপুরুষ, তোমার চরণ সর্বদা ধ্যানের যোগ্য,-ইন্দ্রিয়ের অধীনতা ও কুটুম্বাদিকৃত লাঞ্ছনার নাশকারী, অভীষ্টপূরক, পরম পাবন,শিব ও ব্রহ্মা কর্তৃক স্তুত, আশ্রয়প্রদ এবং ভক্তজনের আর্তিনাশক, ভবার্ণবের তরণীস্বরূপ সেই চরণ-কমলকে আমি বন্দনা করি।

আজ আমরা মহাতাপস , সত্যদ্রষ্টা, যুগধর্মের পালক শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথের প্রতি আমাদের প্রণতি নিবেদন করি। শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথের মধ্যে অদ্ভুত কর্মশক্তি, অলৌকিক প্রজ্ঞা ও অহৈতুকী ভক্তির ত্রিধারা ত্রিবেণীর সঙ্গমের মতো মিলিত হয়েছে। যাঁরা এই ত্রিবেণী-সঙ্গমে অবগাহন করেছেন,তাঁরাই দিব্য জীবনের অধিকারী হয়েছেন। আমাদের শাস্ত্রকারেরা ভারতভূমিকে পুণ্যভূমি বলেছেন এবং ভারতবর্ষকে একান্নটি পীঠস্থানে বিভক্ত করে ভারতমাতার মধ্যে নিখিল বিশ্বের জননী মহাশক্তিরূপিণী সতীকে প্রত্যক্ষ করেছেন। এই পুণ্যভূমিতে যুগে যুগে যত মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে, পৃথিবীর আর কোন দেশে তেমন হয়নি এবং এঁদের বাণীর ভেতর কোনো কোনো বিষয়ে আপাতদৃষ্টিতে বিরোধ থাকলেও এঁরা প্রত্যেকেই অবতীর্ণ হয়েছেন যুগপ্রয়োজনে। শ্রীমদ্ভগবতও বলেছেন, অবতারা হ্যংখ্যেয়াঃ। এই অবতার পুরুষগণ বা মহামানবগণ আসেন ধর্মের গ্লানিকে দূর করে ধর্ম্মসংস্থাপন করতে, এঁরা প্রত্যেকেই ভগবান যীশুর সঙ্গে বলতে পারেন- আই হ্যাভ কাম নট টু ডেসট্রয় বাট ফুলফিল। এঁরা যেমন শাশ্বত ধর্মর বাণী প্রচার করেন, তেমনি যুগধর্ম ও প্রয়োজন বোধে আরব্ধকর্মও আমাদিগকে শিক্ষা দেন। এঁদের সঞ্জীবনী বাণীই আত্মবিস্মৃত জাতিকে আত্মপ্রবুদ্ধ করে তোলে। শ্রীশ্রীসীতারামদাস আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছেন, এ যুগের ধর্মভ্রষ্ট, পাশ্চাত্য- শিক্ষাভিমানী, প্রতীচ্যের নানা বিরুদ্ধ ভাবাদর্শে উদভ্রান্তচিত্ত তরুণদের নিকট সনাতন ধর্ম ও যুগধর্মের মহিমা কীর্তন করতে এবং বিপুল আর্য্যশাস্ত্রের নানা ধারার সঙ্গে তাদের পরিচয়সাধন করতে। তিনি উপলব্ধি করেছেন, ধর্মনীতিহীন শিক্ষার ফলে আমাদের দেশের যুবক -যুবতীদের ভেতর যে স্বৈরাচার ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য উদগ্র হয়ে দেখা দিয়েছে, অথবা সাম্যবাদের দোহাই দিয়ে তারা যে নাস্তিক্য বুদ্ধিকে আশ্রয় করেছে, তার ফলে তাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন থেকে সুখশান্তি চিরতরে অন্তর্হিত হয়েছে। গীতায় বলা হয়েছে-যারা অজ্ঞ , শ্রদ্ধাহীন ও সংশয়াত্মা, তারা বিনাশপ্রাপ্ত হয়। সংশয়াত্মা ব্যক্তির ইহলোকও নাই, পরলোকও নাই, সুখও নাই। তাই শ্রীশ্রীঠাকুর সনাতনধর্ম সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতাকে দূর করার জন্য, সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করার জন্য সারা ভারতব্যাপী বিপুল কর্মযজ্ঞের আয়োজন করেছেন। শুধু তাঁর ধর্মপত্রাবলির কথা ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়। বাংলা মাসিক 'দেবযান', হিন্দি মাসিক 'ভারত-নারী', (মায়েদের জন্য), ও 'পরমানন্দ', ইংরেজি মাসিক 'দি মাদার', বাংলা মাসিক 'আর্যনারী' , 'সংস্কৃত ভারতী' ও 'প্রণব পারিজাত', বাংলা সাপ্তাহিক 'পথের আলো' এবং 'আর্য্যশাস্ত্র'-এইসব পত্রিকার মধ্য দিয়ে তিনি সনাতন ধর্মপ্রচারের কী ব্যাপক আয়োজনই না করেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর একদিকে আপনি আচরি ধর্ম জীবকে শিক্ষা দিচ্ছেন, অপরদিকে ভারত আত্মার বাণীকে নানা দিগদেশে প্রচার করছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ভেতর শ্রীমন মহাপ্রভুর নাম-সাধনা ও প্রেম-সাধনাই যেন নতুন মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। পুরাণে বলা হয়েছে -কলিযুগের অশেষ দোষ থাকলেও এ যুগের একটা দুর্লভ সৌভাগ্য আছে। সেটা হচ্ছে- সত্যযুগে ধ্যান করলে, ত্রেতাযুগে যজ্ঞের অনুষ্ঠানে করলে, দ্বাপরযুগে পূজা করলে যে ফললাভ হয়, কলিযুগে শ্রীভগবানের নাম-কীর্তনে সেই ফল লাভ হয়ে থাকে। এই জন্যই এ যুগে- 'যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।' 'সংকীর্তন -যজ্ঞে করে তাঁর আরাধন, সেই তো সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ।।

যোগসার তন্ত্র এবং রাধা তন্ত্রে যে নামের মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে, শ্রীশ্রীঠাকুর সেদিকেও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই নামকীর্তনম সত্যই আনন্দাম্বুবিবর্দ্ধনং এবং প্রতিপদং পূর্ণামৃতা-স্বাদনম। ঠাকুর বলেছেন,সত্যিকারের আনন্দ বাইরে নয়। আনন্দ ভেতরে। নিজের হৃদয়ে আনন্দের রাজ্য আছে, আলোর রাজ্য, ধ্বনির রাজ্য আছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বলেছেন, নাম করতে করতে , নাম করতে করতে নাম রক্তে, মাংসে, মেদে, মজ্জায়, অস্থিতে অঙ্কিত হয়ে যায়।

নাম যে শুধু শাস্ত্র সম্মতই নয়, বিজ্ঞান সম্মতও বটে, নাম জপের প্রভাবেই যে ভক্তের কুলকুণ্ডলিনী যথাকালে জাগ্রত হয় এবং তিনি সর্বদা অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ করেন, তাঁর দৃষ্টিতে পৃথিবীর ধূলিকণা, ওষধি, বনস্পতি সকলই মধুময় হয়ে যায়,একথা শ্রীশ্রীঠাকুর এযুগের উদভ্রান্ত প্রমত্ত মানুষের কাছে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। আমরা দেখছি শ্রীমন্মহাপ্রভুও যে পাঁচটি প্রধান সাধনার কথা বলেছেন, নামজপ ও নাম-কীর্তন তাদের অন্যতম। নামে রতি ভক্তের হৃদয়ে ধীরে ধীরে প্রেমের সঞ্চার করে। এই প্রেমের সাধনায় ভক্ত যখন আত্মসমাহিত হন, তখন তিনি মুক্ত হয়ে যান। ভগবৎ কৃপায় তাঁর অন্তরে সকল জ্ঞান স্ফুরিত হয়,কিন্তু তিনি সাযুজ্য মুক্তি বাঞ্ছা করেন না।--ভারতাত্মার বাণীমূর্তি শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে আমরা বারংবার আমাদের প্রণতি জানাই।

কেন যাই? কোন প্রার্থনায়?

আশাপূর্ণা দেবী

যুগের প্রয়োজনে , যুগে যুগে ,কালে কালে পৃথিবীতে মহামানবের আবির্ভাব ঘটে। তাঁরা আসেন ঈশ্বরের অমৃত প্রসাদ বহন করে। ঈশ্বরের অমিত আলোর মশাল হাতে নিয়ে। এইরূপ এক মহামানবের আবির্ভাব ঘটেছে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে, তিনি সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ। এঁদের আগমন আলোর বার্তা, ঘোষণা করে জানিয়ে দিতে হয় না। 'যেমন সূর্যকে ঘোষণা করে জানিয়ে দিতে হয় না 'আমি উদিত হলাম')। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পৌঁছে যায় সে বার্তা আপন মহিমায়। আর সেই বার্তা পেয়ে দলে দলে ছুটে আসে দিকভ্রান্ত মানুষ, অন্ধকারাচ্ছন্ন পীড়িত মানুষ,পথের আশায়, আলোর আশায়,অমৃতের আশায়। পৃথিবীতে বিধৃত হয়ে আছে, এই আবির্ভাবের কাহিনী।

আজকের এই তথাকথিত আলোকোজ্জ্বল উন্নত সভ্যযুগেও তাই মহামানকে আসতে হয়। না এসে উপায় নেই বলেই আসতে হয়। তাঁরা অনুভব করেন এ আলো মরীচিকার আলো, এ সভ্যতা জড় বিজ্ঞানের সভ্যতা। জ্ঞানের আলোক ব্যতীত সকল উন্নতিই অর্থহীন, সকল সভ্যতাই ব্যর্থ। সীতারামের আবির্ভাব এইজন্যই।

আজকের বিজ্ঞান মর্ত্যের মানুষকে চাঁদের মাটিতে পৌঁছে দিতে পেরেছে সত্য, কিন্তু চন্দ্রের অমৃতলোকে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে কি? ডানপিটে এই মন্ত্রবিজ্ঞান হয়ত অচিরেই শুক্রগ্রহের সন্ধান নিয়ে আসতে পারবে, কিন্তু পারবে কি ধ্রুবতারার সন্ধান এনে দিতে? মন্ত্রবলে মাতৃজঠরের বাইরে জীব সৃষ্টি করতে পারবে, কিন্তু জীবের মধ্যে শিব' সৃষ্টি করতে পারবে কি? -পারবে না এ সত্য আমাদের সহজাত অনুভবের মধ্যে ধরা পড়ে, তাই আমরা সেই লক্ষ্যে ছুটি যেখানে সত্যজ্ঞানের সঞ্চয় নিয়ে বসে সত্যদ্রষ্টা দিব্যজ্ঞানী সাধক।

ছুটে যাই।

সত্যিই ছুটে যাই আমরা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ। ... কিন্তু কেন যাই? আমরা শুধুই দিব্য দর্শনের আশায় যাই? হয়তো তাও যাই, কিন্তু সে আর ক'জন? আমরা যাই একখানি প্রত্যাসার পাত্র হাতে নিয়ে। তবে কি আমরা সেই মহাসাধকের সাধনালব্ধ মহাজ্ঞানের কণিকা প্রসাদটুকুর আশায় ভীড় করি?

তেমন প্রসাদ ভিক্ষু অবশ্যই থাকেন, তবে আমরা কি বলি, ঠাকুর -পথের নিশানা দাও, দৃষ্টির স্বচ্ছতা দাও।

আমরা কি সেখানে গিয়ে বলি-আমায় বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, প্রেম দাও, প্রীতি দাও, সহিষ্ণুতা দাও। দাও ক্ষমার শক্তি, ত্যাগের শক্তি, ধৈর্য্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার শক্তি,আনন্দময়ের সৃষ্ট এই পৃথিবী হতে অফুরন্ত আনন্দ আহরণের শক্তি।

আমরা কি বলে উঠতে পারি, যদি ক্ষমতা দেবে তো কিছু না চাওয়ার ক্ষমতা দাও, সর্বান্তঃকরণে আত্মসমর্পণের ক্ষমতা দাও। .. বলে উঠতে পারি কি, আমার আধিপত্যের আকাঙক্ষা চরিতার্থ করবে, তো সে আধিপত্য যেন আপন ইন্দ্রিয়গুলির ওপর হয়। প্রভুত্বের স্পৃহা যদি পূর্ণ কর তো, সে প্রভুত্ব যেন আপন অন্তরাজ্যের উপর হয়।

মহাসাধকের সামনে গিয়ে আমরা আমাদের প্রত্যাশার ভাণ্ডখানি ধরে বলি, ঠাকুর আমায় ব্যাধি মুক্ত কর, আমায়তো মুক্ত করোই, আমার স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, আত্মীয় পরিজন যারা যা ব্যাধি থেকে সবাইকে মুক্ত করো। ......

মাধুকরী

শক্তিপদ রাজগুরু

ঝুলিটা আমার ঘরের দেওয়ালে টাঙানো থাকে। আমিও থাকি একপাশে। দু জনকেই দেখা যায়--মাঝে মাঝে দুজনেই বেপাত্তা। আমি নেই--ঝুলিটাও ফেরার।

ব্রাহ্মণী বলে -এত ঘোরো ও ঝুলি তো তবু শূনই রয়ে গেলো। ওকে বোঝানো যায় না-এর সম্পদ নির্ণয়করা যায় না। থাকে চোখের বাইরে। এ যেন ঠাকুরের সেই ক্ষ্যাপার ঝুলি-, চর্মচক্ষে দেখা যায় না এর সম্পদ, একে অনুভব করতে হয়। মর্মে মর্মে বুঝে নিতে হয়।

ইহা প্রকৃত পুত্রের কাজ

অনুরূপা দেবী

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথজীর -মাতৃপূজা- নামক গ্রন্থখানির ভূমিকা লিখিবার জন্য স্নোহাস্পদ শ্রীমন ঁরঘুনাথের নিকট হইতে অনুরুদ্ধ হই। গ্রন্থে সাধকপ্রবর তাঁর অন্তরের অনুভূতিকে বাণী রূপ দিয়াছেন। স্ত্রিয়ঃ সমস্তা জগৎসু- এই মন্ত্রের অর্থটি তাঁহার গ্রন্থে পূর্ণরূপে প্রকটিত হইয়াছে। নারী শক্তিরূপিনী বিশ্বধাত্রী জগন্মাতারই অংশ; সেই নারীর উদ্দেশ্যেই অঞ্জলি প্রদত্ত হইয়াছে। আরও বলা হইয়াছে বহুবর্ষ ধরিয়া কঠোর তপস্যা করিয়া মানব যে শক্তি অর্জন করে, নারী গৃহকর্ম করিয়া এবং পতিসেবার দ্বারাই তাহা লাভে সমর্থ হইয়া থাকে। মহামনীষী সীতারামদাসজি আজিকার দিনে আত্মীবিস্মৃতা ভারতীয়নারীকে সেই মহাশক্তির হারানো পথটির নির্দেশ দিয়া তাদের শক্তির উৎসের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। ইহা প্রকৃত পুত্রের কার্য।

লেখক একজন সামান্য লেখক মাত্র নহেন। মহাসাধক বহুপূজ্য সর্বসাম্মানিক ব্যক্তি। তাঁহার এই মাতৃপূজার দান যেন ঘরে ঘরে মাতৃগণের শুভপদ-প্রদর্শক রূপে বিরাজিত হইয়া অনির্দেশ্য যাত্রাপথকে সুনির্দিষ্ট করিতে পারে- ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি।...

জগৎ মা-রই শ্রীবিগ্রহ

ডক্টর রমা চৌধুরী

আমরা ভারতীয়রা বিশ্বাস করি যে,শ্রীভগবান পরমকরুনাময়, পতিতপাবন, দীনতারণ, ভক্তবৎসল, বিশ্বত্রাতা।তিনি তাঁর নির্মল ব্রহ্মলোকে নীরবে নিভৃতে বিরাজ করছেন তাঁর হীরক সিংহাসনে, তাঁর নিষ্পাপ মহিমায়, তাঁর নিষ্কলঙ্ক আনন্দে জীবজগতের প্রতি দিকপাতও না করে এরূপ সঙ্কীর্ণ, স্বার্থপর দেবতায় ভারতবর্ষে আস্থা নেই কোনওদিন। বরং আমরা ভারতীয়রা স্থির জানি যে,তাঁরই অংশীভূত জীবজগতের উন্নতির জন্য উদ্ধারের জন্য, উৎসাহ উদ্দীপনার জন্য, তিনি বারংবার তাঁর দূত প্রেরণ করেন, প্রেরণ করেন তাঁর অবতার। এই বিংশ শতাব্দীতেও যে তাঁর করুণাপ্রবাহ শুষ্ক হয়ে যায়নি,নিঃশেষিত হয়ে যায়নি, তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রমাণ শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের শুভাবির্ভাব বর্তমান যুগে। সুপ্রাচীন ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি,দর্শন ও ধর্ম,সাধনা ও আরাধনা, তন্ত্র ও মন্ত্র, জপ ও তপ প্রভৃতির মূর্তরূপ ধারণ করে তিনি উদিত হয়েছেন বিশ্বমানকে মোক্ষের পথপ্রদর্শন করতে। সেজন্য, তিনি আমাদের সুশিক্ষার জন্য আমাদের দেশের দর্শন ধর্ম নীতিতত্ত্বের মূল তত্ত্বাবলি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সুললিত ভাষায় , অতি সহজ সরলভাবে প্রকাশিত করেছেন সকলের কল্যাণার্থে। কি পরম সৌভাগ্য আমাদের!

— সংকলন : সত্যব্রত কবিরাজ

শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরীর সমর্থনে দক্ষিণ মালদায় নির্বাচনী প্রচারে শুভেন্দু

চাকরি ও শিল্পের প্রসঙ্গ তুলে শাসকদলকে তুলোধনা বিরোধী দলনেতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: আপনার মুখে চাকরি এবং শিল্পের কোনও কথাই নেই, শুধু এনআরসি এবং সিএএ নিয়ে যেখানে সেখানে মন্তব্য করছেন। সবাইকে বলছি ৬ মার্চ লাগু হয়েছে জাতীয় নাগরিক পঞ্জি। আপনারাই বলুন না একজনও কি ডিটেনশন ক্যাম্পে গিয়েছে। কিন্তু মানুষকে কর্মসংস্থান এবং শিল্পের ক্ষেত্রে থেকে মোড় ঘুরিয়ে এভাবে বিভ্রান্তি করছে। শনিবার বিকালে দক্ষিণ মালদার বিজেপি প্রার্থী শ্রীরূপা রূপ মিত্র চৌধুরী সমর্থনে নির্বাচনের সভায় এসে এভাবেই রাজ্যের শাসক দল তৃণমূলকে তুলোধনা করেছেন বিরোধী দলনেতা তথা বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী। এদিন মঞ্চ থেকে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী পরিষ্কারভাবে বলেছেন, সামনের সপ্তাহে দেখবেন রাজনৈতিক বিস্ফোরণ হবে। এদিন ইংরেজবাজার ব্লকের অমৃতি এলাকার দক্ষিণ মালদার বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে তিল ধারণের জায়গা ছিল না। তার আগে উত্তর মালদার লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী খগেন খগেন মুর্মুর সমর্থনে রতুয়া বিধানসভা কেন্দ্রের বাহারালে নির্বাচনী সভা করেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

এদিন অমৃতি এলাকার দক্ষিণ মালদার বিজেপি প্রার্থী শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরীর সমর্থনে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, এ রাজ্যে যে শাসক দল কাজ না করে গরিবের টাকা তুলে নেয়, তাদের কি আপনারা ভোট দেবেন? আগামী সপ্তাহে রাজনৈতিক বিস্ফোরণ হবে। সেটা সবাই দেখবেন। রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল পড়ে যাবে। যদিও কোনও বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তা এখনো পরিষ্কার করে জানা যায়নি।

এদিন অমৃতি এলাকায় নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির মুখে এখন শুধু এনআরসি এবং সিএএ। অথচ উনার মুখে চাকরি এবং শিল্প নিয়ে কোনো কথা নেই। আপনারাই বলুন এনআরসি চালু হওয়ার পর একজনও কি ডিটেনশন ক্যাম্পে গিয়েছে? শুধুমাত্র সাধারণ মানুষদের বিভ্রান্ত করার জন্যই এই ধরনের কথা বলছেন উনি। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, এই বাংলায় ৪০ লক্ষ বাড়ি আবাস যোজনায় তৈরি করে দেওয়ার জন্য ৪৫ হাজার কোটি টাকা কেন্দ্রের মোদি সরকার দিয়েছিল। কোথায় গেল সেই টাকা? আর কারা পেল সেই প্রকল্পের সুবিধা এর উত্তর তৃণমূল সরকারকে দিতে হবে। এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় চার লক্ষ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে। পাশাপাশি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় দুই লক্ষ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে। অথচ গত কয়েক বছরের মধ্যে ২১ হাজার নতুন মদের দোকান খোলা হয়েছে। ডিয়ার লটারি রমরমা কারবার চলছে।

রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বক্তব্য রাখতে গিয়ে আরো বলেন, এ রাজ্যে ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে ৫৪ হাজার কোটি টাকা দিয়েছে কেন্দ্র সরকার। কিন্তু কাজ না করে অনেক ক্ষেত্রে সেই টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। আজকের দিনেও মালদার একজন পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধি এই দুর্নীতির দায়ে জেল খাটছেন। অথচ ওরা বলছে কেন্দ্র সরকার নাকি ১০০ দিন কাজ প্রকল্পের টাকা দিচ্ছে না। আমরা এ রাজ্যে ক্ষমতায় এলে রাজস্থান, গুজরাতের মতো ৪৫০ টাকার ভর্তুকিতে সাধারণ মানুষকে রান্নার গ্যাস দেব। এবং লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে তিন হাজার টাকা দেব। এইরকমই এদিন নানান বিষয় নিয়ে প্রতিশ্রুতি এবং সমালোচনা করে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূলকে বিঁধেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

আরামবাগে তৃণমূলের ছয় শহিদ পরিবারের ক্ষোভের মুখে সুব্রত বক্সী, অস্বস্তিতে দল

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগের রবীন্দ্র ভবনে লোকসভা ভোটকে সামনে রেখে কর্মী সভা করতে আসেন তৃণমূল নেতা সুব্রত বক্সী। কিন্তু এই কর্মী সভায় এসে তৃণমূলের শহিদ পরিবারের ক্ষোভের মুখে পড়েন। জানা গেছে, তাকে দেখে দরজার বাইরে ব্যাপক ক্ষোভে ফেটে পড়লেন গোঘাটের ছয় শহিদ পরিবারের লোকজন। ব্যাপক চিৎকার চেঁচামেচি করতে থাকে তারা। তাদের কথা কেউ শোনেননি। তাদের ভিতরেও যেতে দেওয়া হয়নি। প্রতিশ্রুতি মতো এই ছয় পরিবারের কাউকেই চাকরি দেওয়া হয়নি। অথচ তাদের বলা হয়েছে চাকরি হয়ে গেছে। গত ২০০৬ সালে সিপিএমের দ্বারা অত্যাচারিত হয় এই ছয় পরিবারের লোকজন ১২ বছর ধরে ঘর ছাড়া ছিলেন। বার বার তৃণমূলের ওপর মহলে গিয়েও কোনও সুবিচার পাননি তারা। তারা শুনেছিলেন যে শনিবার দুপুরে আরামবাগের রবীন্দ্র ভবনে আসছেন সুব্রত বক্সী। আর তাই এই ছয় পরিবারের লোকজন সোজা হাজির হয়ে যান। কিন্তু তাদের ঢুকতেই দেওয়া হয়নি। কেউ কোনও কথা শুনতে চাননি। সাংবাদিকদের কাছে বলার সময়ে রামেন্দু সিংহ রায় সাংবাদিকদের সরিয়ে দেন। গোঘাট ২ নং ব্লকের বদনগঞ্জ এলাকার এই ছয় শহিদ পরিবার বসবাস করেন। এদিন ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ করেন তারা। সুব্রত বক্সীর রুমের সামনে বিক্ষোভ দেখান। এই ছয় শহিদ হলেন হরিসাধন হাজরা, সাহাজ উদ্দিন খান, তাজেদুল মল্লিক, রমজান পাঠান, কার্তিক ঘোষ ও জাকির আলি খান। এই বিষয়ে শরিফা বেগম বলেন, আমি শহিদ পরিবারের একজন মহিলা। সিপিএমের হাতে অত্যাচারিত হয়ে আমার স্বামী মারা যায়। তৃণমূল ক্ষমতা আসার পরেও আমাদের কোনোভাবে দেখাশোনা করা হয়নি। চাকরি পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। সব জায়গায় জানিও লাভ হয়নি। যে পরিবারগুলির লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তৃণমূল ক্ষমতায় এসেছে সেই পরিবারগুলি আজ অবহেলিত। মুকুন্দ হাজরা নামে শহিদ পরিবারের আরেকজন ব্যক্তি বলেন, তৃণমূল দু'টাকা দিয়েও সাহায্য করেনি। আমার বাবা এই তৃণমূল দল করতে গিয়ে সিপিএমের হাতে মারা যায়। কালীঘাটে জানিয়েও কিছু লাভ হয়নি। কুকুরের মতো ঘুরেছি। কি অপরাধ করেছি জানিনা। যদিও এ বিষয়ে তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

স্বস্তির জলপান...

কংগ্রেসকে দিকভ্রষ্ট দল বলে মন্তব্য বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: লোকসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোট হয়ে গিয়েছে। পঞ্চম দফা নির্বাচনের দিন অর্থাৎ ২০ মে হাওড়ায় ভোট। হাওড়া জেলার দুটো লোকসভা কেন্দ্র হাওড়া এবং উলুবেড়িয়ায় ভোট অনুষ্ঠিত হবে এদিন। চলছে তারই প্রচার। রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিরোধী দল বিজেপি প্রচারের নিরিখে একে অপরকে টেক্কা দিলেও এখন জোট সঙ্গী সিপিএমকে সঙ্গে নিয়ে প্রচারের গতি বাড়াচ্ছে কংগ্রেস। উলুবেড়িয়া কেন্দ্রে জোট প্রার্থী কংগ্রেসের আজাহার মল্লিক জনসংযোগ তৈরি করার সময় কয়েকটি জায়গায় সিপিআইএমের উত্তরীয় গলায় দিচ্ছেন। এর ফলে দলীয় উত্তরীয়র যে আভিজাত্য তা নষ্ট হচ্ছে বলে কটাক্ষ করছে বিরোধী দলগুলি।

ফের অধীর চৌধুরীকে ঘিরে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, নওদা: ফের অধীর চৌধুরীকে ঘিরে বিক্ষোভ। গো-ব্যাক স্লোগান তুলে সোচ্চার হল তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থকরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তাল বহরমপুর লোকসভার অর্ন্তগত নওদা। গত এক সপ্তাহে অধীর চৌধুরীকে তিনবার বিক্ষোভের মুখে পড়তে হল। বহরমপুরে শহরের পর এবার নওদার পাটিকাবাড়ি গিয়ে অধীর চৌধুরীকে বিক্ষোভের মুখে পড়তে হল। এদিন পাটিকাবাড়িতে হেঁটে প্রচার করার কথা ছিল। অধীর চৌধুরীর গাড়ি ঢুকতেই তঁকে ঘিরে শুরু হয় গো-ব্যাক স্লোগান।

নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে মুর্শিদাবাদের রাজনৈতিক বাতাস ততই ভারি হয়ে উঠছে। শক্তিপুরের ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের উত্তেজনা ছড়াল নওদায়। নওদায় প্রচারে বেরিয়ে শাসক দলের কর্মীদের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় অধীর চৌধুরীকে। এদিন সকালে নওদায় প্রচারে যান অধীর চৌধুরী। পাটিকাবাড়ি এলাকায় পদযাত্রা করার কথা ছিল অধীর চৌধুরীর। কিন্তু তার আগেই প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিকে পড়তে হয় বিক্ষোভের মুখে। অধীরের ঘিরে চলে গো-ব্যাক স্লোগান। পরিস্থিতি কার্যত হয় আয়ত্বের বাইরে। অধীর চৌধুরীর কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা রক্ষীরা পরিস্থিতি সামাল দিতে গাড়ি থেকে নামে। কিন্তু উত্তেজিত জনতাকে বাগে আনতে পারে না। পিছু হঠতে হয় অধীর চৌধুরীকে।

এর আগে গত ১৩ এপ্রিল বহরমপুরে নিজের শহরেই তৃণমূলের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় অধীরকে। মেজাজ হারিয়ে অধীর চৌধুরী এক তৃণমূল সমর্থককে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে চর মারেন। সেই ছবি সিসিটিভিতে ধরা পড়ে। ১৭ এপ্রিল শক্তিপুরে আক্রান্ত ব্যক্তিদের হাসপাতালে গিয়ে বিজেপির বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় অধীরকে। সেদিনও একইভাবে মেজাজ হারান অধীর। এক বিজেপি সমর্থককে ধাক্কা মারতে দেখা যায়। বারবার নিজের কেন্দ্রে বিক্ষোভের মুখে পড়ে চরম অস্বস্তিতে রয়েছেন বহরমপুরের লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী অধীর চৌধুরী।

বিজ্ঞপ্তি
জেলা- মুর্শিদাবাদ, মোকাম- বহরমপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, মিস প্রবেট- ১০/১৯৯৮
দরখাস্তকারী:- দিলীপ হাজরা, পিতা- মৃত সুদেব হাজরা, সাং-মহুলা রাজাপুর, পোঃ- মহুলা, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ। বনাম প্রতিপক্ষ :- নিতাই হাজরা দিং পিতা- মৃত সুদেব হাজরা, সাং-মহুলা রাজাপুর, পোঃ- মহুলা, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ।
এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, মৃত উইল কর্তী এককড়ি বালাদাসী, স্বামী মৃত নগেন হাজরা, গ্রাম- রাজাপুর, পোঃ- মহুলা, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ। তাহার জীবিতকালে গত ইং ০৯/০৪/১৯৯৭ তারিখে একখণ্ড ...
তপশীল (ক) ... তপশীল (খ) ...
অনুমতক্রমে সুব্রত দাস, সেরেস্তাদার ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI Relationship beyond banking
বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আমন্ত্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট - IV [রুল ৮(১)]
... স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ ...
তারিখ - ২০.০৪.২০২৪ স্থান - নিয়ামতপুর অনুমোদিত অফিসার ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD
পরিশিষ্ট IV (পরিশিষ্ট III) দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
জোনাল অফিস : বহরমপুর
২য় তল, গৌর সুন্দর ভবন, পঞ্চাননতলা, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, প.ব., পিন - ৭৪২ ১০১, ইমেল - Z184@indianbank.co.in
[২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) অধীন]
...
তারিখ : ২০.০৪.২০২৪ স্থান : শিউলি অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD
পরিশিষ্ট ৪ (পরিশিষ্ট ৩) দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
রানাঘাট ব্রাঞ্চ
২০, সুভাষ এভিনিউ, জেলা - নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১ ২০১
[২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) অধীন]
...
তারিখ : ২০.০৪.২০২৪ স্থান : রানাঘাট অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD
জোনাল অফিস : কলকাতা সাউথ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১
পরিশিষ্ট -IV-A [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ
...
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ২২ মে ২০২৪ (২২.০৫.২০২৪) সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
...
দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/অংশীদার(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতাগণের-এর উদ্দেশ্যেও
তারিখ : ২০.০৪.২০২৪ স্থান : কলকাতা অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
...
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ০৭.০৫.২০২৪
...
তারিখ : ২১.০৪.২০২৪ স্থান : কলকাতা অনুমোদিত অফিসার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

তৃণমূলে যোগদান বর্ধমান পূর্বের প্রাক্তন বিজেপি প্রার্থী সন্তোষের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: লোকসভা নির্বাচনের সময়কালেই বড়সড় ধাক্কা বিজেপি শিবিরে। ২০১৪ সালের বর্ধমান পূর্ব লোকসভার প্রার্থী দলের প্রতি ক্ষোভ ব্যক্ত করে তৃণমূলে সামিল হলেন শনিবার।

ভোটের মাত্র আর কয়েকটা দিন বাকি, তার আগেই বড় ধাক্কা বিজেপি শিবিরে। এদিন বর্ধমানের কালিবাজার এলাকায় পূর্ব বর্ধমান জেলার তৃণমূল কার্যালয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় পতাকা নিজের হাতে তুলে নেন ২০১৪ সালের লোকসভা বর্ধমান পূর্বের বিজেপি প্রার্থী তথা বিজেপির রাজ্য কমিটির মেম্বার সন্তোষ রায়। ২০০০ বিজেপি কর্মী নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন তিনি।

উলেখ্য, পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি বিধানসভার প্রবীণ বিজেপি নেতা সন্তোষ রায় দীর্ঘদিন যাবৎ বিজেপির সঙ্গে যুক্ত, এছাড়া তিনি ছিলেন বিজেপি রাজ্য কমিটির মেম্বার এবং পূর্বের ২০১৪ সালে বর্ধমান পূর্ব লোকসভার প্রার্থী, বিগত তিন দশকের বিজেপি নেতা সন্তোষ রায় বিজেপির দুর্নীতি এবং নেতাদের অসম্মানের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেকের উন্নয়নের জোয়ার দেখে তৃণমূলে যোগদান করলেন বলে জানান সন্তোষ রায়।

জানা গিয়েছে, ২০২৪ এর বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন অসীম সরকার। আর তখন থেকেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন প্রাক্তন প্রার্থী সন্তোষ রায়। তাঁর প্রশ্ন ছিল দলের উচ্চ নেতৃত্বের কাছে, কেন বহিরাগতকে প্রার্থী করা হল। এমনকি সোশ্যাল মিডিয়াতেও সন্তোষবাবুর ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে পাঁচ বছর ধরে পার্টির আসল চালিকা শক্তিকে ইনজেক্ট ড্রেনেজ করে বের করে দেওয়া হচ্ছে। পার্টি আজ পক্ষাঘাতগ্রস্থ! চরম ভাবে ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত! আগামী দিনে মধুমেহ ও ক্যান্সারগ্রস্ত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা!'

এদিন বিজেপির সন্তোষ রায়ের হাতে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় পতাকা তুলে দেন জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। হাজির ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, রাজ্য তৃণমূলের মুখপাত্র প্রসেনজিৎ দাস সহ অনান্য রা।

প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রিসাইডিং অফিসারদের খাবারে পোকা!

মেয়াদউত্তীর্ণ প্যাকেটজাত খাবারের অভিযোগ ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: এ রাজ্যে মিড ডে মিলের মান নিয়ে বারেবারে প্রশ্ন ওঠে। মিড ডে মিলের খাবারে পোকা, টিকটিকি মেলার ঘটনাও ঘটে আকছার। কিন্তু নির্বাচনে প্রিসাইডিং অফিসারদের খাবারেও পোকা! মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যাকেটজাত খাবার দেওয়ার অভিযোগ উঠল। বিষয়টি নজরে আসতেই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রেই প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন প্রশিক্ষণরত প্রিসাইডিং অফিসাররা। বাঁকুড়ার খাতড়া কংসাবতী শিশু বিদ্যালয়ের এই ঘটনায় স্বাভাবিক ভাবেই অস্বস্তিতে প্রশাসন। খাবার সরবরাহকারী সংস্থার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের নির্দেশ।

বাঁকুড়া জেলায় ভোটগ্রহণ ২৫ মে। তার আগে এখন জেলার বিভিন্ন মহকুমা শহরে ভোট কর্মীদের প্রশিক্ষণ চলছে। আজ শনিবার বাঁকুড়ার খাতড়া মহকুমা এলাকার প্রিসাইডিং অফিসারদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথা ছিল খাতড়া কংসাবতী শিশু বিদ্যালয়ে। প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন প্রায় ৮০০ জন প্রিসাইডিং অফিসার। দুপুরে প্রশিক্ষণের ফাঁকে প্রশাসনের তরফে টিফিন দেওয়া হয় প্রত্যেককে। টিফিন হাতে পেয়ে অনেকে খেতে শুরু করেন। এরপরই নজরে আসে টিফিনে দেওয়া প্যাটিসের ভেতর কিলবিল করছে পোকা। ওই টিফিনেই থাকা প্যাকেটজাত খাবারের একাংশ মেয়াদ উত্তীর্ণ। এই খাবার খেয়ে কয়েকজন প্রিসাইডিং অফিসার অসুস্থ বোধ করতে শুরু করেন।

বিষয়টি জানাজানি হতেই ওই প্রশিক্ষণকেন্দ্রে প্রবল ক্ষোভে ফেটে পড়েন প্রশিক্ষণরত প্রিসাইডিং অফিসাররা। ঘটনার কথা শুনে দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন খাতড়ার মহকুমাশাসক সহ জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা। দ্রুত প্রিসাইডিং অফিসারদের বিকল্প খাবারের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি খাবার সরবরাহকারী সংস্থার বিরুদ্ধে এফআইআরের নির্দেশ দিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। প্রিসাইডিং অফিসারদের দাবি, বরাত পাওয়া সংস্থার কাছ থেকে একশ্রেণির আধিকারিক ও রাজনৈতিক নেতাদের একাংশ কাটমানি নেওয়ার ফলেই এমন নিম্নমানের খাবার সরবরাহ করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন বিক্ষোভকারী প্রিসাইডিং অফিসাররা।

আসানসোলে বিজেপি-তৃণমূল প্রার্থী সকলেই গিরগিটির মতো রং বদলান, আমরা রং বদলাই না: জাহানারা খান

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে কী বিজেপি, কী তৃণমূল প্রার্থী সকলেই গিরগিটির মতো রং বদলান। আমরা রং বদলাই না, আমি সিপিএম দলে ছিলাম, আছি আর ভবিষ্যতেও থাকব, শনিবার সকালে অণ্ডালের উখড়া গ্রামে ভোট প্রচারে বেরিয়ে এমনটাই দাবি করলেন সিপিএম প্রার্থী জাহানারা খান।

উল্লেখ্য, প্রচণ্ড দাবদাহে তপ্ত খনি অঞ্চল। সকাল থেকে রোদ্রের প্রচণ্ড তেজ। শুক্রবারের মতোই আবহাওয়া সূত্রের খবর অনুযায়ী, শনিবারও তাপমাত্রা দুপুর বেলা পৌঁছতে পারে ৪৫ ডিগ্রিতে। প্রচণ্ড গরমকে উপেক্ষা করেই শনিবার সকালে অণ্ডালের উখড়া গ্রামে ভোট প্রচারে বের হন আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী জাহানারা খান। উখড়া রুইদাস পাড়া সিপিএম পার্টি অফিস থেকে প্রচার শুরু করেন প্রার্থী। সঙ্গে ছিলেন দলের জেলা সম্পাদক গৌরাঙ্গ চট্টোপাধ্যায়, তুফান মণ্ডল, অঞ্জন বক্সি, অনুপ সিনহা সহ কর্মী সমর্থকেরা। জোট সঙ্গী কংগ্রেসের লোকজনকেও এদিন দেখা গেল প্রচারে। প্রার্থী পায়ে হেঁটে গোটা গ্রাম ঘোরেন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরিচয় করেন ভোটারদের সঙ্গে।

প্রচারের মাঝে প্রার্থী জাহানারা খান বলেন, 'মানুষের কাছ থেকে ভালো সাড়া পাচ্ছি। মানুষ আমাদের দেখে ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে, আশীর্বাদ করছে।' এরপর তিনি অভিযোগ করেন, গত ১০ বছরে আসানসোল লোকসভা এলাকায় উন্নয়নের সে ভাবে কোনও কাজ হয়নি। রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা, যেখানে যাচ্ছি সেখানকার মহিলারাই অভিযোগ করছেন এলাকায় পানীয় জল নেই। এখানকার প্রাক্তন ও বর্তমান সাংসদের ভোটের পর আর দেখা পাওয়া যায় না। মানুষ উন্নয়ন চায়। আর সেটা দিতে পারে একমাত্র বামেরা বলে দাবি করেন প্রার্থী।

তিনি বলেন, 'মানুষের আশীর্বাদ পেলে আমরা এলাকার বন্ধ কলকারখানা খোলা, বেকারদের কর্মসংস্থান, কয়লা খনি বেসরকারিকরণ ও খনির ধসের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের পুনর্বাসনের ব্যাপারটি নিয়ে সংসদে লড়াই করব।' তৃণমূল, বিজেপির হেভিওয়েট প্রার্থী প্রসঙ্গে জাহানারা খান বলেন, 'আগে এখানে যিনি বিজেপির সাংসদ ছিলেন তিনি এখন তৃণমূল দলে। এবারের তৃণমূল প্রার্থী আগে বিজেপি দল করতেন। বিজেপি হয়ে যিনি দাঁড়িয়েছেন তিনি আগে ছিলেন কংগ্রেস দলে। আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে কী বিজেপি, কী তৃণমূল প্রার্থী সকলেই গিরগিটির মতো রং বদলায়। আমরা রং বদলাই না, আমি সিপিএম দলে ছিলাম, আছি আর ভবিষ্যতেও থাকব। হেভিওয়েট বলে কিছু হয় না, লড়াইটা আদর্শ আর নীতির। আমরা সেই লক্ষ্যে লড়ছি। আসানসোলের মানুষ ঠিক করবে তাঁরা হেভিওয়েট সাংসদ চান, নাকি তাদের কাছের কাজের মানুষ চান।'

আহত তৃণমূল কর্মীকে দেখতে বর্ধমান হাসপাতালে দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: তৃণমূলের হাতে আহত তৃণমূল কর্মীকে বর্ধমান হাসপাতালে দেখতে এলেন বিজেপি নেতা বর্ধমান দুর্গাপুরের লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। পূর্ব বর্ধমান জেলার গলসির মনোহর সুজাপুরে ইদের আগের দিন রাতে গোষ্ঠীকোন্দলের জেরে গুরুতর আহত হন তৃণমূল কর্মী স্বপন মল্লিক।

তাঁকেই দেখতে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এলেন বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। শনিবার সকাল দশটা নাগাদ তিনি বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আসেন। জরুরি বিভাগের একতলায় ভর্তি রয়েছেন স্বপন মল্লিক, তাঁর সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি তাঁর পরিবারের লোকজনের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি। দিলীপ ঘোষের দাবি, একশো দিনের টাকা চাওয়া নিয়ে শাসকদলের গোষ্ঠীকোন্দলে আহত হয়েছেন স্বপন মল্লিক নামে ওই ব্যক্তি, তিনি প্রতিবাদ করেছেন তাই রোজা শেষ করতে পারেননি, ইদ করতে পারেননি, হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে।

কর্মী সম্মেলনে ধামসা বাজালেন শত্রুঘ্ন সিনহা

বিজেপিকে উদ্দেশ করে পরিবারবাদ ও দুর্নীতির প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বিজেপি নেতারা প্রায়শই বাংলায় বক্তব্য রাখতে এসে রাজ্যের শাসকদলকে পরিবারবাদ ও দুর্নীতি নিয়ে আক্রমণ করেন। এই প্রসঙ্গে এদিনের সভা থেকে শত্রুঘ্ন সিনহা পালটা জবাবে বলেন, 'বিজেপি দলের নেতারা পরিবারবাদ ও দুর্নীতি নিয়ে বলেন। আমি বলছি, বিজেপির নেতাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিবারবাদ ও দুর্নীতি রয়েছে, যা দেশের কোনও দলে নেই।'

শনিবার রবীন্দ্রভবনে আদিবাসী সমাজের কর্মিসভায় এসে ধামসা বাজালেন শত্রুঘ্ন সিনহা। পরিবাদবাদ ও দুর্নীতি নিয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপিকে আবারও আক্রমণ করলেন আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহা। এদিন পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আসানসোল লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এক সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেই সভায় মূলত আদিবাসী, এসসি, এসটি সম্প্রদায়ের মানুষ ও বিভিন্ন সংগঠনের সদস্যদের ডাকা হয়েছিল। এই সভায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী গলায় আদিবাসীদের অন্যতম প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র ধামসা গলায় ঝুলিয়ে নেন। পরে বেশ কয়েক মিনিট সেই বাদ্যযন্ত্র দু'হাত দিয়ে তিনি বাজান।

এই সভা থেকেই শত্রুঘ্ন সিনহা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আক্রমণ করে বলেন, 'তিনি এখন প্রধানমন্ত্রী কম, প্রচার মন্ত্রী বেশি হয়ে গিয়েছেন। পুরসভা নির্বাচন, এমএলএ বা এমপি নির্বাচন কোনও কিছুই বাদ দিচ্ছেন না। ২৪ ঘণ্টা, ৭ দিন, ৩৬৫ দিন সব জায়গায় চলে যাচ্ছেন হাওয়াই জাহাজ করে প্রচার করতে। প্রধানমন্ত্রী বলেন তিনি ১৮ ঘণ্টা কাজ করেন। কখন তিনি কাজ করেন, সেটাই তো দেশের মানুষ জানতে চান। তার জন্য তো সাড়ে ৮ হাজার কোটি টাকা খরচ হয় হাওয়াই জাহাজে।' এদিনের সভায় অন্যদের মধ্যে ছিলেন রাজ্যের আইন ও শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক ও আসানসোল পুরনিগমের চেয়ারম্যান অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়।

আগাম ছুটিতে বাঁকুড়ার অভিভাবক শিক্ষক সংগঠনের একাংশ অখুশি

অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার পরিবর্তনের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: তীব্র দাবদাহ রাজ্যজুড়ে। এই অবস্থায় আগামী সোমবার থেকে রাজ্যে সরকার প্রোষিত স্কুলগুলিতে ছুটি ঘোষণা করেছে শিক্ষা দপ্তর। কিন্তু আগাম এই ছুটিতে বাঁকুড়ার অভিভাবক থেকে শিক্ষক সংগঠনের নেতাদের একাংশ খুশি নন বলেই দাবি।

অভিভাবকদের তরফে দাবি করা হয়েছে, এই মরশুমে দাবদাহ চলতেই থাকবে, এটা জানা বিষয়। স্কুল ছুটি দেওয়া মানেই সমস্যা সমাধান-এটা কোনও বিষয় নয়। একমাসের বেশি সময় এই ছুটিতে ছাত্রছাত্রীদের ক্ষতি হবে। এমনতিতেই এই সময় বাঁকুড়া জেলায় সব স্কুলই সকালের দিকে খোলা থাকে, তেমন পরিস্থিতি হলে ছুটির সময়টা কিছুটা এগিয়ে আনা যেত, একেবারেই ছুটি এটা কখনওই কাম্য নয় বলেই তাঁরা জানিয়েছেন।

এই ছুটির বিরোধিতা করেছেন পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক দীনবন্ধু বিদ্যাভূষণ। তাঁর দাবি, করোনাকালে দীর্ঘদিন স্কুল বন্ধ থাকায় যা ক্ষতি হওয়ার হয়েছে, এবার গরমের অজুহাতে এই ছুটি আরও ক্ষতি করবে।

যাত্রীবোঝাই বাস উলটে আহত ২০

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাতার: ভাতারের ২২ বিঘার কাছে একটি যাত্রীবোঝাই বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে গেল। আহত ২০ থেকে ২২ জন, ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার বারোটা ত্রিশ মিনিটে।

জানা গিয়েছে, কাটোয়া থেকে একটি যাত্রীবোঝাই বাস বর্ধমান অভিমুখে যাচ্ছিল। সেই সময়ই গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে যায়। ঘটনায় বসে থাকা ২০ থেকে ২২ জন যাত্রী গুরুতর আহত হন। স্থানীয় মানুষজন ও ভাতার থানার পুলিশের সহযোগিতায় তাঁদেরকে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয় ভাতার ব্লক হসপিটালে। স্থানীয় মানুষজন উদ্ধারকাজে সাহায্য করে। তবে কী কারণে এই ধরনের ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

তীব্র গরমে নাজেহাল পশুপাখিরাও

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: তীব্র গরমে নাজেহাল লালমাটির জেলা বাঁকুড়া। হাওয়া অফিসের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করেছে জেলাজুড়ে। তীব্র গরমে মাটি ফেটে চৌচির, নাজেহাল হয়ে পড়েছে পশুপাখিরাও। গত ২৪ ঘণ্টায় বাঁকুড়া জেলার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪২.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা চলতি মরসুমের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা আরও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টির কোনও পূর্বাভাস নেই। ইমু পাখি থেকে শুরু করে অস্ট্রিচ প্রত্যেকটি প্রাণীকেই এই তীব্র গরমের হাত থেকে স্নান করানোর ভিডিও সামনে এল।

তীব্র গরমে নাজেহাল দক্ষিণবঙ্গের মানুষ, ফাঁকা রাস্তাঘাট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: তীব্র গরমে নাজেহাল দক্ষিণবঙ্গের মানুষ। প্রতিদিনই চড়ছে তাপমাত্রার পারদ। দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলার পাশাপাশি কাঁকসার পানাগড় বাজারে তাপমাত্রা প্রায় ৪৫ ডিগ্রি ছুঁই ছুঁই। শনিবার সকাল ১১টা থেকে লু বইতে শুরু করে। যার জেরে পানাগড় বাজারে রাস্তায় যেমন গাড়ি ঘোড়ার সংখ্যা কম ছিল, তেমনই আবার গ্রামের রাস্তা প্রায় শুনশান। প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে কেউ বের হচ্ছেন না। ছাতা ও মুখে কাপড় বেঁধে তবেই অনেক মানুষকে বাড়ির বাইরে বের হতে দেখা যাচ্ছে। অন্যদিকে গরমের জেরে রাস্তায় বাস চলাচল করলেও, বাসে যাত্রী না থাকায় খালি বাস নিয়েই চলাচল করছেন বাস চালকরা।

বাসের চালকরা জানিয়েছেন, অত্যাধিক গরমের কারণে বাসে যাত্রী নেই। যাত্রী ছাড়াই তাঁদের নির্দিষ্ট সময়ে গন্তব্যে পৌঁছতে হচ্ছে। এতে আর্থিক সমস্যায় পড়তে হচ্ছে তাঁদের। গরম থেকে বাঁচতে অনেকেই ঠান্ডা পানীয়, আখের রস, ছাতুর শরবত পান করছেন। শনিবার সকাল থেকে এমনই ছবি ধরা পড়ল পানাগড় বাজারের বিভিন্ন রাস্তায়।

পানাগড়ের বাসিন্দা প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, প্রতি বছর পানাগড় বাজারে অতিরিক্ত গরম পরে আবার চরম ঠান্ডাও অনুভূত হয় শীতের সময়। তার কারণ পানাগড়ের ওপর দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা গিয়েছে। তার সঙ্গে একদিকে দামোদর অন্যদিকে অজয় নদ রয়েছে। তার সঙ্গে জঙ্গলে ঘেরা এলাকা। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে এখানে যেমন দিনের বেলায় গরম পরে, তেমন সূর্যাস্তের পর দ্রুত ঠান্ডা হয়ে যায় এলাকা। আবার শীতের মরশুমেও গ্যাংটককে টেক্কা দেয় পানাগড়। শুক্রবার তাপমাত্রা ৪৪ ডিগ্রির কাছে থাকলেও শনিবার সেটা প্রায় ৪৫ এর কাছে অনুভব হয় বলে তাঁর দাবি। বৃষ্টির দেখা নেই। কবে বৃষ্টি হবে তা আবহাওয়া দপ্তর নিশ্চিত ভাবে এখনও কিছু জানাতে পারেনি। তিনি দাবি করেন, যে ভাবে গরম পড়ছে, তাতে এবার পানাগড় বাজারের গরম ৫০ ডিগ্রি অতিক্রম করতে পারে।

বিজেপির সঙ্গে বোঝাপড়া করেছেন বিজয়ন, আক্রমণাত্মক প্রিয়াঙ্কা

তিরুঅনন্তপুরম, ২০ এপ্রিল: ভোটের কেরলে এ বার সিপিএমের সঙ্গে সংঘাতে কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধি! শনিবার নির্বাচনী প্রচারে পথনমথিট্টায় গিয়ে কড়া ভাষায় তিনি সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা সিপিএম নেতা পিনারাই বিজয়নকে নিশানা করলেন। কংগ্রেসের সভায় প্রিয়াঙ্কার মন্তব্য, 'কেরলের মুখ্যমন্ত্রী বিজেপির সঙ্গে বোঝাপড়া করেছেন। তাই ওদের (বিজেপি) সমালোচনা না করে বার বার রাহুল গান্ধি এবং কংগ্রেসকে আক্রমণ করছেন।'

কূটনৈতিক যোগাযোগকে কাজে লাগিয়ে আরব থেকে বেআইনি ভাবে সোনা আমদানি, কারুভান্নুর সমবায় ব্যাংক দুর্নীতি-সহ বিভিন্ন আর্থিক কেলেঙ্কারিতে যে বিজয়নের নাম উঠে আসা সত্ত্বেও ইডি, সিবিআইয়ের মতো কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলি বিজয়নের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়নি, সে অভিযোগও উঠে এসেছে প্রিয়াঙ্কার বক্তৃতায়।

প্রিয়াঙ্কার সভার আগেই সিপিএমের ভোটপ্রচারে কোঝিকোড়ে বিজয়ন ডিএলএফ জমি কেলেঙ্কারির প্রসঙ্গ তুলেছিলেন। তিনি অভিযোগ করেন, প্রিয়াঙ্কার স্বামী রবার্ট বঢরা এবং তাঁর ব্যবসায়িক সহযোগী ডিএলএফের বিরুদ্ধে হরিয়ানায় জমি দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। কিন্তু নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে ডিএলএফ বিপুল অঙ্কের অর্থ বিজেপির তহবিলে দেওয়ার পরেই ক্লিনচিট দেওয়া হয় তাঁদের। বিজয়নের উদ্দেশে প্রিয়াঙ্কার পাল্টা প্রশ্ন, 'সোনা চোরাচালান মামলা নিয়ে নরেন্দ্র মোদি সরকারের এজেন্সিগুলি আপনার বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপটা করেছে?'

বামেদের অনুরোধ উড়িয়ে রাহুল দ্বিতীয় বার কেরলের ওয়েনাড় লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হওয়ার পরেই কেরলে সিপিএম নেতৃত্বাধীন শাসকজোট ধারাবাহিক ভাবে নিশানা করছেন তাঁকে। এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার কেরল কংগ্রেসের সভায় রাহুল বলেছিলেন, 'বিরোধী দলগুলির নেতা-নেত্রীরা অহরহ কেন্দ্রীয় এজেন্সির নিশানা হচ্ছেন। কিন্তু একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও কেন এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে সিবিআই, ইডির মতো কেন্দ্রীয় এজেন্সি গ্রেপ্তার, এমনকী জিজ্ঞাসাবাদও করছে না?'

কেজরিওয়ালকে জেলের ভিতরেই হত্যার চেষ্টা চলছে!

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল: সুগার লেবেল বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রীকে ওষুধ দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ তোলা হয়েছে আপের তরফে। জেলের মধ্যে ধীরে ধীরে হত্যার চেষ্টা চলছে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে। তিহার জেলের অন্দরে কেজরির অসুস্থতার খবর প্রকাশ্যে আসার পর শনিবার এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন আপ নেতা সৌরভ ভরদ্বাজ।

আপ নেতার অভিযোগ, ডাক্তারদের তরফে বারবার বলা হচ্ছে কেজরিওয়ালকে ইনসুলিন দেওয়ার জন্য। জেল প্রশাসন তা দিতে অস্বীকার করায় আদালতের দ্বারস্থ হতে হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীকে। প্রশাসন ও দিল্লির উপরাজ্যপালের তরফে দাবি করা হচ্ছে, জেলে উনি (কেজরিওয়াল) যথেষ্ট নিরাপত্তার মধ্যে রয়েছেন। তবে ভরদ্বাজের পালটা দাবি, প্রশাসনের তরফে এমন দাবি করা হলেও বাস্তব পরিস্থিতি ভিন্ন। ওঁর সুগারের মাত্রা বাড়লে শিরার উপর তার প্রভাব পড়বে। যার জেরে কিডনি খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

শনিবার সাংবাদিক বৈঠক করে আপ নেতা সৌরভ ভরদ্বাজ বলেন, 'জেলের ভিতরে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে। জেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, গত ২০-২২ বছর ধরে মুখ্যমন্ত্রী ডায়াবেটিসের শিকার। সবাই জানে একবার এই রোগের ওষুধ ইনসুলিন শুরু হলে তা চালিয়ে যেতে হয়। যে ব্যক্তি গোটা দিল্লিকে বিনামূল্যে চিকিৎসার সুবিধা দিয়েছে তাঁকেই আজ জেলে ওষুধ দেওয়া হচ্ছে না। অথচ জেলে একজন সাধারণ মানুষকেও সব সুবিধা দেওয়া হয়।'

ভারত সফরে এখন আসছেন না টেসলা মালিক এলন মাস্ক

ফের পিছল ভারতে বিনিয়োগ বিষয়ক বৈঠক!

ওয়াশিংটন, ২০ এপ্রিল: শেষ মুহূর্তে ভারত সফর স্থগিত এলন মাস্কের। ভোট মরশুমের মাঝেই এদেশে পা রেখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাতের কথা ছিল টেসলা মালিকের। কিন্তু হঠাৎই মাস্কের তরফে জানানো হয়েছে, আপাতত ভারতে আসা হচ্ছে না তাঁর। কিন্তু কেন সফর স্থগিত? কাজের চাপেই নাকি আসতে পারছেন না মাস্ক। রবিবারই দু'দিনের সফরে ভারতে আসার কথা ছিল স্পেস এক্স এবং এক্স হ্যান্ডেলের কর্ণধারের। যদিও এই সফরের বৈঠক নিয়ে চূড়ান্ত গোপনীয়তা বজায় রাখা হচ্ছিল। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর বা টেসলা- এই সফর ঘিরে মুখে কুলুপ এঁটেছিল দু'পক্ষই। কিন্তু আপাতত সেসব জল্পনায় ইতি। এদিন মাস্ক নিজেই এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, দুর্ভাগ্যবশত, টেসলার প্রচুর কাজ থাকায় ভারত সফর পিছিয়ে দিতে হচ্ছে। কিন্তু চলতি বছরের শেষেই ভারতে যাওয়ার ইচ্ছা আছে।

প্রসঙ্গত, দীর্ঘদিন ধরেই ভারতে কারখানা তৈরির পরিকল্পনা ছিল মাস্কের সংস্থার। কিছুদিন আগে শোনা গিয়েছিল, এপ্রিল মাসে ভারতে আসবেন টেসলার উচ্চ আধিকারিকরা। কারখানা তৈরির জন্য বেশ কিছু এলাকা ঘুরে দেখবেন তাঁরা। সবমিলিয়ে ভারতে কারখানা তৈরিতে ২ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করার ভাবনাও রয়েছে টেসলার। তার মধ্যেই মাস্কের ভারত সফরের খবর প্রকাশ্যে আসে। এর আগে গত বছর আমেরিকা সফরে গিয়ে মাস্কের সঙ্গে দেখা করেছিলেন মোদি। সেই বৈঠকের পরই মাস্ক জানান, তাঁর সংস্থা টেসলা ভারতে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী।

জানা যাচ্ছে, কারখানা চালু হলেই এখানে বছরে ৫ লক্ষ গাড়ি তৈরি হবে। গাড়ির দাম থাকবে ২০ লক্ষের মধ্যে। ২০১৯ সালেই প্রথম ভারতে ব্যবসা শুরু করার অনুমতি চায় টেসলা। সেই থেকে মাস্ক ও মোদি প্রশাসনের মধ্যে আলোচনা চলছে। কিন্তু কোনও কিছুই ফলপ্রসূ হয়নি গত প্রায় তিন বছরেও। এবার তাঁর সফর স্থগিত হওয়ায় কারখানা নিয়ে আলোচনা বিশ বাঁও জলে।

ট্রাম্পের বিচার চলাকালীন আদালতের বাইরে গায়ে আগুন লাগাল যুবক

ওয়াশিংটন, ২০ এপ্রিল: আদালত কক্ষে প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আর সেই সময়ই আদালতের বাইরে গায়ে গায়ে আগুন দিলেন এক যুবক। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে পর্ন তারকা স্টর্মি ড্যানিয়েলসকে ঘুষ দেওয়ার অভিযোগ সংক্রান্ত মামলার শুনানি চলাকালীন নিউ ইয়র্কে ঘটল এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনা। ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে ঘটনার ভিডিও।

জানা গিয়েছে, ওই যুবকের নাম ম্যাক্সওয়েল আজারেল্লো। তিনি ফ্লোরিডার বাসিন্দা। নিউ ইয়র্কে এসেছিলেন এক সপ্তাহ আগে। এদিন নিজের শরীরে তরল দাহ্য পদার্থ ঢেলে দেন আজারেল্লো। তার পর ঘটনাস্থলে উপস্থিত সাংবাদিকদের সামনে তিনি গায়ে আগুন ধরিয়ে দেন। তবে তিনি কেন এমন কাজ করেছেন, তা জানা যায়নি। এদিকে ওই ঘটনার কথা জানার পরই আদালতের শুনানি স্থগিত করা হয়। আদালত ছেড়ে বেরিয়ে যান ট্রাম্পও। তবে শেষপর্যন্ত এই ঘটনায় কোনও অশান্তি সৃষ্টি হয়নি। পরে শুনানি ফের শুরু হয়।

প্রসঙ্গত, পর্ন তারকা স্টর্মির সঙ্গে আগে প্রণয়ের সম্পর্ক ছিল ট্রাম্পের। পরে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তোলেন পর্ন তারকা। তিনি যাতে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মুখ না খোলেন, তার জন্য আইনজীবী মারফত ১ লক্ষ ৩০ হাজার ডলার পাঠানো হয়েছিল। ট্রাম্প নিজেই ওই অর্থ পাঠিয়েছিলেন বলে অভিযোগ।

ওডিশায় মহানদীতে নৌকোডুবিতে মৃত ৭

ভুবনেশ্বর, ২০ এপ্রিল: ওডিশায় মহানদীতে নৌকো ডুবে মৃত্যু হল ৭ জন। শুক্রবার সন্ধ্যায় ঝাড়সুগুড়া জেলার রাঙালির সারদা ঘাট এলাকার ঘটনা।

পুলিশ সূত্রের খবর, শুক্রবার সন্ধ্যায় পারাপারের সময় হঠাৎ নৌকোটি ডুবে যায়। সে সময় নৌকোয় অন্তত ৫৮ জন যাত্রী ছিলেন। কয়েক জনকে স্থানীয় মৎস্যজীবীরা উদ্ধার করেন। বাকিরা সাঁতরে পারে উঠলেও ডুবে মৃত্যু হয় ৭ জনের। তাঁদের দেহ উদ্ধার হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত নৌকার যাত্রীরা পার্শ্ববর্তী বারগড় জেলার পাথারসেনি কুডায় একটি মন্দির দর্শন করে নৌকোয় ফিরে আসার সময় দুর্ঘটনা ঘটে। নৌকোডুবির খবর পেয়ে রাতেই দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছয় উদ্ধারকারী দল। শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। শনিবার সকাল থেকেও চলে সন্ধান। ওডিশায় মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক সোমবার এই ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন এবং মৃতদের পরিবারকে ৪ লক্ষ টাকা সাহায্যের ঘোষণা করেছেন।

কংগ্রেস নেতার মেয়েকে খুনে মুখ খুললেন অভিযুক্তের মা

বেঙ্গালুরু, ২০ এপ্রিল: কর্নাটকের কংগ্রেস নেতার মেয়েকে খুনের নেপথ্যে লাভ জিহাদ কি না এই বিতর্কের মধ্যে মুখ খুললেন এমসিএ প্রথম বর্ষের ছাত্রী নেহা হিরেমথের হত্যাকারী ফায়াজ খোন্দুনায়েকের মা মুমতাজ। ছেলের হয়ে গোটা কর্নাটকের কাছে ক্ষমা চেয়ে তিনি বলেন, 'আমার ছেলে অন্যায় করেছে। এই কাজ যেই করে থাকুক ভুল করেছে।'

কংগ্রেস নেতার মেয়েকে কোপের পর কোপ মেরে খুনের ঘটনা গত বৃহস্পতিবারের। অভিযুক্ত যুবকের সঙ্গে ওই যুবতীর সম্পর্ক ছিল বলে গুঞ্জন। কিন্তু সম্প্রতি তিনি অভিযুক্তকে এড়িয়ে চলছিলেন বলে অভিযোগ। এই ঘটনাকে 'লাভ জিহাদ' বলে দাবি করেছেন কন্যাহারা বাবার। যদিও এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে হাত শিবির। সব মিলিয়ে ২৩ বছরের নেহা হিরেমথের মৃত্যু ঘিরে বিতর্ক তুঙ্গে। 'লাভ জিহাদে'র অভিযোগ ওঠার পর সরব হয়েছে বিজেপিও। যদিও দক্ষিণী রাজ্যের প্রশাসন এই খুনে 'লাভ জিহাদে'র তত্ত্ব মানতে নারাজ।

এই ঘটনায় 'লাভ জিহাদে'র অভিযোগ তুলেছেন খোদ নেহার বাবা কংগ্রেস নেতা নিরঞ্জন হিরেমথ। তাঁর দাবি, ফাঁদে ফেলা হয়েছিল মেয়েকে। সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেছেন, 'ওই গ্যাং বহুদিন ধরেই চক্রান্ত করছে। ওরা চেয়েছিল আমার মেয়েকে ফাঁদে ফেলতে কিংবা খুন করতে। আড়ালে শাসাচ্ছিল নিয়মিত। কিন্তু আমার মেয়ে সেসবে পাত্তা দেয়নি।'

এই চাপানউতরের মধ্যে মুখ খুলেছেন অভিযুক্ত ফায়াজের মা মুমতাজ। নৃশংস হত্যাকাণ্ডের জন্য ছেলেকে দায়ী করে ক্ষমা চেয়ে তিনি বলেন, 'সন্তানের হয়ে কর্নাটকের সমস্ত মানুষের কাছে ক্ষমা চাইছি। মেয়েটির বাবা-মায়ের কাছেও ক্ষমা প্রার্থনা করছি আমি। ও আমার সন্তানের মতো। জানি নেহার পরিবার কতটা শোকাহত। আমিও সমান দুঃখিত। আমার ছেলে অন্যায় করেছে। এই কাজ যেই করে থাকুক ভুল করেছে।'

মেয়াদ উত্তীর্ণ চকোলেট খেতেই দেড় বছরের শিশুর রক্তবমি

চণ্ডীগড়, ২০ এপ্রিল: আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়ে উপহার হিসাবে চকোলেট পেয়েছিল ছোট্ট শিশু। সেই চকোলেট মুখে দিতেই বিপত্তি। গল গল করে রক্তবমি করতে শুরু করে ওই শিশু। বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে শিশুটি।

ঘটনাটি পঞ্জাবের। অসুস্থ শিশুটি লুধিয়ানার বাসিন্দা। পাটিয়ালায় সে এক আত্মীয়ের বাড়িতে ঘুরতে গিয়েছিল। শিশুটির পরিবার জানিয়েছে, ওই আত্মীয়ের বাড়ি থেকে ফেরার সময়ে শিশুটিকে উপহার হিসাবের একটি খাবারের বাক্স দেওয়া হয়। তাতে একাধিক মুখরোচক খাবার ছিল। চকোলেট যার মধ্যে অন্যতম।

উপহার মহানন্দে বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল শিশুটি। চকোলেটটিই তার সবচেয়ে পছন্দ হয়েছিল। তাই প্রথমে সেটিই খেয়ে ফেলে। এর পরেই অসুস্থ হয়ে পড়ে শিশুটি। তার পরিবারের সদস্যেরা জানিয়েছেন, চকোলেট খাওয়ার পরেই রক্তবমি শুরু করে ওই শিশু। বমি কিছুতেই থামতে চাইছিল না। অবিলম্বে তাকে নিয়ে হাসপাতালে ছোটেন তার বাবা, মা।

হাসপাতালে শিশুটির শারীরিক পরীক্ষা করে চিকিৎসকেরা জানান, মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়া চকোলেট খেয়েই তার এই দশা হয়েছে। শিশুর পরিবার এ বিষয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। অভিযোগ জানানো হয়েছে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরেও। শুরু হয়েছে তদন্ত।

প্রথমে শিশুটিকে যে বাড়ি থেকে চকোলেট দেওয়া হয়েছিল, সেখানে পৌঁছন তদন্তকারীরা। তাঁরা যেখান থেকে চকোলেট কিনেছিলেন, সেখানে যায় পুলিশ। দেখা যায়, ওই দোকানেই মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়া চকোলেট বিক্রি করা হচ্ছিল। দোকানটি থেকে আরও কিছু মেয়াদ উত্তীর্ণ খাবার এবং চকোলেট উদ্ধার করে পুলিশ। সেগুলি সবই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

ভয়াবহ বৃষ্টি ও বজ্রপাতে পাকিস্তানে মৃত ৮৭, আহত ৮২

জলের তলায় কৃষিজমি, ধসে ভেঙে পড়েছে ২,৭১৫টি বাড়ি

ইসলামাবাদ, ২০ এপ্রিল: ভয়ংকর প্রাকৃতিক বিপর্যের মুখে পাকিস্তান। গত কয়েকদিন ধরে অস্বাভাবিক ভারী বৃষ্টির জেরে এবং বজ্রপাতে মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ৮৭ জনের। আহতের সংখ্যা ৮২। গত সপ্তাহে শুরু হওয়া দুর্যোগের বিষয়ে জানিয়েছে পড়শি দেশের জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর। প্রাণহানী ছাড়াও অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতির পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে।

মাত্রাছাড়া বৃষ্টিতে গ্রামের পর গ্রাম প্লাবিত। জলের তলায় কৃষিজমি। ধসে ভেঙে পড়েছে ২,৭১৫টি বাড়ি। অধিকাংশ মৃত্যুর কারণ বাড়ির দেওয়াল ভাঙা কিংবা গোটা বাড়িটাই ভেঙে পড়া। এছাড়াও বজ্রপাত এবং বন্যার জলে ভেসে গিয়েছে বহু মানুষ। সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে উত্তরপশ্চিম খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে। সেখানে ৩৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত ৫৩ জন। অন্যদিকে অকাল বৃষ্টিতে পাঞ্জাব প্রদেশে মৃতের সংখ্যা ২৫। আহত ৮ জন। দক্ষিণপশ্চিম বালুচিস্তানে মৃত্যু হয়েছে ১৫ জনের। আহত হয়েছেন ১০ জন। অন্যদিকে প্রকৃতির রুদ্ররোষে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে মৃত্যু হয়েছে ১১ জনের। আহত হয়েছেন আরও ১১ জন।

ফের ব্লু হোয়েল গেমের থাবা আমেরিকায়, মৃত্যু ভারতীয় পড়ুয়ার!

ওয়াশিংটন, ২০ এপ্রিল আবার ফিরে এল 'নীল তিমি'! বছর কয়েক আগে গোটা বিশ্বে আতঙ্ক ছড়িয়েছিল এই অনলাইন গেম তথা চ্যালেঞ্জ। যার নাম ব্লু হোয়েল। এই খেলায় ছিল ৫০টিরও বেশি ধাপ। যার সর্বশেষ পরিণতি মৃত্যু। পর পর যে ফাঁদে পা দিয়ে প্রাণ হারান বহু কিশোর-কিশোরী। মনে করা হয়েছিল, ধীরে ধীরে এই 'সুইসাইড গেম'-এর ফাঁস থেকে মুক্ত হয়েছে পৃথিবী। কিন্তু এবার ফের মার্কিন মুলুকে শুরু হয়েছে 'নীল তিমি'র প্রকোপ। আক্রান্ত হয়েছেন এক ভারতীয় পড়ুয়া।

২০ বছর বয়সি মৃত ভারতীয় পড়ুয়ার নাম সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ করা হয়নি তার পরিবারের আর্জিতে। জানা গিয়েছে, ম্যাসাচুসেটস বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরের প্রথম বর্ষের পড়ুয়া ছিলেন মৃত তরুণ। গত ২২ মার্চ তাঁকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। এই মৃত্যুকে 'আত্মহত্যা'র মামলা হিসেবে তদন্ত করে দেখছেন তদন্তকারীরা। যদিও প্রাথমিক ভাবে ওই তরুণের মৃত্যুকে রহস্যমৃত্যু বলা হচ্ছিল। ভুল করে তাঁকে বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া বলেও লেখা হচ্ছিল বহু রিপোর্টে। উল্লেখ করা হচ্ছিল, তিনি নাকি ডাকাতের পাল্লায় পড়েছিল এক জঙ্গল দিয়ে গাড়ি করে যাওয়ার সময়।

সম্প্রতি ওই পড়ুয়ার মৃত্যু প্রসঙ্গে ব্রিস্টল কাউন্টি জেলা অ্যাটর্নি গ্রেগ মিলিওতে বলেন, আমাদের কাছে এই ব্যাপারে কোনও তথ্য নেই। একে আত্মহত্যার মামলা হিসেবেই তদন্ত করা হচ্ছে। মামলা ক্লোজ করার আগে মেডিক্যাল এগজামিনারের চূড়ান্ত রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে। ২২ মার্চ ওই ঘটনা ঘটেছে। ওই তরুণ কোনও টেক্সট বা ভয়েস কলের জবাব দিচ্ছিলেন না। এদিকে গুঞ্জন, ওই পড়ুয়া দুমিনিটের জন্য নিজের শ্বাসরোধ করেছিলেন খেলার নিয়ম মেনে। তাই মৃত্যু হয়েছে তাঁর। যা নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ELECTION URGENT
Short Notice Inviting Spot BID-01/MSD/PHED OF 2024-2025

Sealed Tenders are invited by the Executive Engineer, Murshidabad-Division, PHE Dte., for Temporary arrangement of tubewell with submersible pump, toilet, pipe lines, Water Tank for water supply with allied works in connection at Parliamentary Election 2024 under Murshidabad Division, P.H.E.Dte. Last date of application is **21/04/2024 up to 3.30 P.M.** For details, please visit the website: **www.wbphed.gov.in**

Sd/- Executive Engineer
Murshidabad-Division
P.H.Engineering Dte.

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305

E-NIT No.- ADDA/ASN/ED/N-01 (01 No.) of 2024-2025 Dated. 20.04.2024
Executive Engineer (Civil), ADDA, Asansol invite Online percentage rate Tender (Two Bid System in two Parts) in Authority's Contract Form from reliable, resourceful and experienced Contractors; for other details visit our website: **wbtenders.gov.in**, **www.addaonline.in** or ADDA office, Asansol.

Sd/- E.E.(Civil), ADDA, Asansol

সম্ভবত আইপিএলের ইতিহাসে সেরা বোলার নারিন, মনে করেন গম্ভীর

নিজস্ব প্রতিনিধি: ক্রিকেটজীবনে মহেন্দ্র সিংহ ধোনি একটা কথা বার বারই বলে থাকেন, তিনি 'প্রসেস' বা প্রক্রিয়ায় বিশ্বাস করেন। নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করলে সাফল্য পাওয়া যায়, এটা তিনি মানেন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে নাম না করে ধোনির কথার বিরোধিতা করলেন গৌতম গম্ভীর। কেকেআরের মেন্টর সাফ জানিয়েছেন, তাঁর কাছে ফলাফলই বড় কথা। তিনি কোনও 'প্রসেস'-এ বিশ্বাস করতে রাজি নন।

কেকেআরের নাইটস ডাগআউট পডকাস্টে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে গম্ভীর বলেছেন, তআমি খোলাখুলি বলি, আমার কাছে ফলাফলই আসল। 'প্রসেস' শব্দটা, বা 'প্রসেস ঠিকঠাক করো, ফলাফল ঠিক আসবে', এ ধরনের বাক্যে আমি বিশ্বাস করি না। আমার কাছে ফলাফলটাই আসল। কারণ মানুষ আসে কেকেআরের জয় দেখতে।দ

অতীতে বিভিন্ন কথায় বার বার ধোনির উল্টো সুর শোনা গিয়েছে তাঁর মুখে। ২০১১ বিশ্বকাপের পর থেকেই নাকি দু'জনের সম্পর্ক ভাল নয়। সেটা বার বার বোঝা গিয়েছে। আবারও এক বার তা প্রকাশ্যে এল। কেকেআরের সমর্থকদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন গম্ভীর। বলেছেন, তআমি সত্যি করে হৃদয়ের অন্তঃস্তল থেকে বিশ্বাস করি যে কেকেআরের সমর্থকেরা দেশের মধ্যে সবচেয়ে দায়বদ্ধ। কেকেআরের ইতিহাস দেখুন। প্রথম তিন বছর অনেক ব্যথা সহ্য করেছে ওরা। কঠিন সময়েও যে ভাবে ওরা পাশে থেকেছে তা দেখার মতো।দ

একই সাক্ষাৎকারে সুনীল নারাইনের প্রশংসা করেছেন গম্ভীর। ১৩ বছর আগে, ২০১১ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজরে ভারত সফরে প্রথম বার নারাইনকে দেখেছিলেন গম্ভীর। সেই প্রসঙ্গে কেকেআর নাইটস ডাগআউট পডকাস্টে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, 'সবে সাত-আটটা ডেলিভারি খেলেছি। তখনই ভেবেছিলাম ও ক্রিকেট খেলাটার, বিশেষত টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের একজন কিংবদন্তি হয়ে উঠবে। দেখুন এখন সুনীল নারাইন কোথায় রয়েছে। সম্ভবত আইপিএলের ইতিহাসে সেরা বোলার ও।'

গত দু'বছর লখনউয়ের মেন্টর ছিলেন। কেকেআরে একই পদে ফিরে দলকে সাহসী খেলার কথা বলেছেন গম্ভীর। তাঁর সাফ কথায়, তসবচেয়ে প্রতিভাবান দল বড় প্রতিযোগিতায় জেতে, এ কথা আমি একেবারেই বিশ্বাস করি না। আমার মতে, সবচেয়ে সাহসী দল, যারা শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত লড়াই করতে জানে, তারাই আইপিএল জেতে। এ মরসুমে আমার মন্ত্র হল, সাহসী হতে হবে।

গম্ভীরের সংযোজন, তসব সময় ইতিবাচক থাকার মানসিকতা রাখতে হবে। দলে কত প্রতিভা রয়েছে সেটা নিয়ে ভাবতেই চাই না। যদি আমরা সাহসী হই, সাজঘরে একে অপরের জন্য লড়াই করতে পারি, যে সমর্থক সব সময় পাশে রয়েছে তার জন্য লড়াই করতে পারি তা হলে দেখ বেন, পয়েন্ট তালিকায় আমরা অনেক ভাল জায়গায় রয়েছি।'

২০১৪ সালে কেকেআর আইপিএল জিতেছিল। কিন্তু মরসুমের মাঝে দল এতটাই খারাপ খেলেছিল যে গম্ভীর নিজেকে বসিয়ে দেওয়ার কথাও ভেবেছিলেন। আটকান মালিক শাহরুখ খান। সে প্রসঙ্গে গম্ভীর বলেছেন, তচারটে ম্যাচে একটাও রান করতে পারিনি। বহু বার বলেছি, আমার দেখা সেরা দল মালিক শাহরুখ। কেকেআরে আছি বা ছিলাম বলে এ কথা বলছি না। সাত বছর কেকেআরে খেলেছি। কোনও দিন সাত মিনিটও শাহরুখের সঙ্গে ক্রিকেট নিয়ে কথা হয়নি। এক বার আমি নিজেকে দল থেকে বাদ দেওয়ার কথা ভেবেছিলাম। শাহরুখ বলেছিল, যত দিন আমি দলে আছি তত দিন যেন এ কথা চিন্তা না করি। ভাবুন, নিজে এত সফল হয়েও ও কোনও দিন আমাদের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করেনি। এমন নয় আমরা সব ঠিক সিদ্ধান্ত নিই। কিন্তু কোনও দিন সেটা নিয়ে প্রশ্ন করেনি।'

আজ কেকেআর-আরসিবি দ্বৈরথ। শনিবার অনুশীলনের মাঝে কোহলি-গম্ভীরের খুঁনসুঁটি।

ধোনির শেষ মানে ২০তম ওভারেরও 'অবসর'

নিজস্ব প্রতিনিধি: ক্রিকেটীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ভিশাল দায়ামার কথাটা আবদারের মতো শোনায়। টি, টোয়েন্টিতে ২০তম ওভার থাকবে না, সেটা আবার কেমন কথা!

ভারতীয় লেখক ও ব্র্যান্ড পরামর্শক ভিশাল দায়ামা যদিও এমনই 'দাবি' তুলেছেন। ধোনি অবসর নেওয়ার সময় যেন ২০তম ওভারকেও অবসরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মানে, ধোনি যেদিন থেকে খেলবেন না, ২০তম ওভারের খেলাও সেদিন থেকে যেন আর না হয়।

কথাটা যে রসিকতা করে বলা, তা বোধ হয় বুঝিয়ে না বললেও চলছে। টি,টোয়েন্টির ২০তম ওভার তো আর ফুটবলারের জার্সি নয় যে, তাঁর অবসরের সঙ্গে সেই জার্সিও আর কাউকে না দিয়ে তুলে রাখা হবে। রসিকতা, তবে তাতে ২০তম ওভারে মহেন্দ্র সিং ধোনির অবিশ্বাস্য সব কীর্তির স্বীকৃতিও লুকিয়ে।

ভিশাল দায়ামা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স',এ পোস্টটি করেছেন গতকাল রাতে যখন চেন্নাই সুপার কিংসের ইনিংস শেষ হওয়ার পর। আইপিএলে লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের বিপক্ষে এই ম্যাচে ৮ উইকেটে হেরেছে চেন্নাই। ১৭.৫ ওভারে ধোনি যখন ব্যাটিংয়ে নামেন, চেন্নাইয়ের সংগ্রহ ছিল ৬ উইকেটে ১৪১। এখান থেকে শেষ ১৩ বলে উঠেছে ৩৫ রান;আর তার মধ্যে ৯ বল খেলে অপরাজিত ধোনির একার অবদানই ২৮! এই ২৮ রানের ১৯,ই ২০তম ওভারে, যার ১৬ রানই নিয়েছেন ধোনি। যাতে ছিল একটি ছয় ও দুটি চার।

ফিনিশার হিসেবে ধোনি এমনিতেই কিংবদন্তি। কিন্তু ৪২ বছর বয়সেও ফিনিশিংয়ের এমন প্রদর্শনী যে কাউকে একটু বিস্ময়াভূত করতে বাধ্য। সেই বিস্ময় থেকেই হয়তো ওই পোস্ট;ধোনি অবসর নিলে ২০তম ওভার রাখার আর কী দরকার!

ক্রিকেটার ধোনির অনেক অর্জন, তাঁর ব্যাটিং অনেক ক্ষেত্রেই অনন্য। সেসবের মধ্যেও টি, টোয়েন্টির ২০তম ওভারের ধোনি রীতিমতো চোখ কপালে তুলে দেওয়ার মতো। পরিসংখ্যানে প্রমাণ চান? হয়তো অনেকের তা জানাই আছে। আইপিএলে ইনিংসের ২০তম ওভারে ধোনির চেয়ে বেশি ছক্কা কেউ মারতে পারেননি। এই রেকর্ডটা অনেক দিনই তাঁর। কালকের ইনিংসে ২টি ছক্কাসহ আইপিএলের ২০তম ওভারে ধোনির ছক্কা ৬৫টি। ধোনির পর কে? টি,টোয়েন্টির আরেক বিখ্যাত হিটার কাইরন পোলার্ড। তবে যতই বিখ্যাত হোন, ২০তম ওভারে ছক্কা মারায় পোলার্ড ধোনির অর্ধেকও নন। পোলার্ডের ছক্কার সংখ্যা ৩৩। বরং পোলার্ডের কাছাকাছি আছেন আরও কয়েকজন;২৯ ছক্কা নিয়ে ধোনির চেন্নাই,সতীর্থ রবীন্দ্র জাদেজা তৃতীয়, ২৮ ছক্কা নিয়ে চতুর্থ মুম্বাই ইন্ডিয়ানস অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া।

একটা তথ্য না জানালে অবশ্য বাকিদের প্রতি অন্যায় জয়। ২০তম ওভারে ধোনি সবচেয়ে বেশি ছক্কা মেরেছেন সত্যি, তবে বলও খেলেছেন অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি। ভারতের সংবাদমাধ্যম 'বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড',এর তথ্য অনুযায়ী, আইপিএলে ২০তম ওভারে এ পর্যন্ত ৩১৩টি বল খেলেছেন ধোনি। পোলার্ড যেখানে খেলেছেন ১৮৯ বল, জাদেজা ১৭১ ও পাণ্ডিয়া ১১৭। আইপিএলে ২০তম ওভারে এ পর্যন্ত ধোনির ব্যাটিং পরিসংখ্যান আলাদাভাবে জানতে চান?

৩১৩ বল খেলে ২৪৬.৬৩ স্ট্রাইকরেটে ৭৭২ রান। ৬৫টি ছয়ের সঙ্গে চার মেরেছেন ৫৩টি।ড

পাওয়ার প্লেতে হায়দরাবাদের ১২৫, টি টোয়েন্টির বিশ্ব রেকর্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০১৭ সালের আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে প্রথম ৬ ওভারে ১০৫ রান করেছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। পাওয়ার প্লেতে এটিই ছিল আইপিএল রেকর্ড। সাত বছর পর আজ সেই রেকর্ড তো বটেই স্বীকৃত টি-টোয়েন্টির পাওয়ার প্লেতে রান তোলার রেকর্ড ভেঙে দিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে দিল্লি ক্যাপিটালসের বিপক্ষে পাওয়ার প্লেতে বিনা উইকেটে ১২৫ রান তুলেছে হায়দরাবাদ।

আগের বিশ্ব রেকর্ডটা ছিল নটিংহামশায়ারের। ২০১৭ সালে ন্যাটওয়েস্ট টি-টোয়েন্টি ব্ল্যাস্টে ডারহামের বিপক্ষে প্রথম ৬ ওভারে ১০৬ রান তুলেছিল নটিংহামশায়ার।

ইনিংসের দ্বিতীয় বলে খলিল আহমেদকে ছক্কা মেরে ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করেন ট্রাভিস হেড। ওই ওভারে আসে ১৯ রান। ললিত যাদবের করা দ্বিতীয় ওভারে আসে ২১ রান। ওই ওভারে ২টি ছক্কা মারেন অস্ট্রেলীয় ওপেনার। আনরিখ নর্কিয়ার করা তৃতীয় ওভারে আসে ২২ রান, ২২ রানই তোলেন হেড। ফিফটিও পেয়ে যান আগের ম্যাচে সেঞ্চুরি পাওয়া এই ব্যাটসম্যান। ১৬ বলে ৫০ ছোঁয়া হেড ছক্কা মেরেই পৌঁছান এই মাইলফলকে। ললিতের করা পরের ওভারে হেড-অভিষেক শর্মারা তোলেন আরও ২১ রান। পরের ওভারে আক্রমণে এসে কুলদীপ যাদব দেন ২০ রান। ওভারের শেষ বলে ১০০ ছোঁয় হায়দরাবাদ। আইপিএর ইতিহাসের প্রথম দল হিসেবে ৫ ওভারের মধ্যে ১০০ রান করার কীর্তি গড়ে দলটি। পাওয়ার প্লের শেষ ওভারে আসে ২২ রান।

পাওয়ার প্লে শেষে হেড ২৬ বলে ৮৪ ও অভিষেক ১০ বলে ৪০ রান করে অপরাজিত ছিলেন। সপ্তম ওভারের দ্বিতীয় বলে অভিষেককে (১২ বলে ৪৬) অক্ষর প্যাটেলের ক্যাচ বানিয়ে ১৩১ রানের জুটি ভাঙেন কুলদীপ। ওই ওভারের শেষ বলেই অক্ষর-কুলদীপের যুগলবন্দীতে আউট এইডেন মার্করামও (৩ বলে ১ রান)। কুলদীপর আরেকটি উইকেট নিয়েছেন নবম ওভারের শেষ বলেও। এবার লং অনে ক্যাচ তুলে বিদায় হেডের (৩২ বলে ৮৯)। অভিষেক ও হেড, দুজনই মেরেছেন ৬টি করে ছক্কা।

এমিলিয়ানো মার্তিনেজের এক ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিনিধি: অ্যাস্টন ভিলাকে উয়েফা ইউরোপা কনফারেন্স লিগের সেমিফাইনালে তুলতে দারুণ ভূমিকা রেখেছেন এমিলিয়ানো মার্তিনেজ। লিলের বিপক্ষে টাইব্রেকারে গড়ানো কোয়ার্টার ফাইনালের দ্বিতীয় লেগের ম্যাচটিতে দুটি পেনাল্টি ঠেকিয়ে দলকে তিনি ৪,৩ গোলে জিতিয়েছেন।

অ্যাস্টন ভিলা সেমিফাইনালে উঠলেও আগামী ২ মে গ্রিসের ক্লাব অলিম্পিয়াকোসের বিপক্ষে প্রথম লেগের ম্যাচটিতে খেলতে পারবেন না ২০২২ কাতার বিশ্বকাপ ফাইনালে ফ্রান্সের বিপক্ষে টাইব্রেকারে বীরত্ব দেখিয়ে আর্জেন্টিনাকে জেতানো মার্তিনেজ।

আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী গোলকিপারকে এক ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ করেছে উয়েফা। কারণ, কনফারেন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালের দুই লেগ মিলিয়ে তিনটি হলুদ কার্ড দেখেছেন তিনি।

মার্তিনেজ কাল কোয়ার্টার ফাইনালের দ্বিতীয় লেগের ম্যাচে দুবার হলুদ কার্ড দেখেন। একবার ম্যাচের নিয়মিত সময়ে (৩৯ মিনিটে), আরেকবার ট্রাইব্রেকার হওয়ার সময়। অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন, একই ম্যাচে দুটি হলুদ কার্ড দেখার পরও কেন মার্তিনেজকে লাল কার্ড দেখাননি রেফারি?

মার্তিনেজের লিলের বিপক্ষে লাল কার্ড না দেখার কারণ উয়েফার নিয়ম। এই নিয়মে ম্যাচের নিয়মিত সময়ে দেখা হলুদ কার্ড টাইব্রেকারের সময়ের দেখা হলুদ কার্ডের সঙ্গে যোগ হয় না। তবে এটা আবার সামগ্রিক কার্ড দেখার হিসেবে যোগ হয়।

তাই কোয়ার্টার ফাইনালের দুই লেগ মিলিয়ে ৩টি হলুদ কার্ড দেখায় নিয়ম অনুযায়ী এক ম্যাচ নিষিদ্ধ হয়েছেন মার্তিনেজ। তবে সেমিফাইনালের দ্বিতীয় লেগে খেলতে পারবেন তিনি।

ধোনির রেকর্ড ভেঙে তাঁকে টুপি খুলে শ্রদ্ধা রাহুলের

নিজস্ব প্রতিনিধি: খেলাটা চেন্নাই সুপার কিংসের মাঠ এম এ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে হয়নি। ভেন্যু ছিল লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের 'ঘর' অটল বিহারি বাজপেয়ী স্টেডিয়াম। কিন্তু সেখানে গতকাল রাতে গ্যালারির একটি বড় অংশের রং ছিল হলুদ;সবাই চেন্নাইয়ের সমর্থক, মহেন্দ্র সিং ধোনি ব্যাটিংয়ে নামার সময় লক্ষ্ণৌর কিছু সমর্থকও যেন দল পাল্টালেন! গগনবিদারী আওয়াজ শোনা গেল গ্যালারি থেকে, ধোনি যখন ব্যাটিংয়ে নামছিলেন।

সে সময় মজাটা নেন লক্ষ্ণৌর ওপেনার কুইন্টন ডি ককের স্ত্রী সাশা। ইনস্টাগ্রামে হাতের স্মার্ট ওয়াচের একটি ছবি স্টোরিতে পোস্ট করেন তিনি। ছবির এক কোণে ক্যাপশনে লেখা, 'ধোনি যখন ব্যাটিংয়ে নামেন।' আর স্মার্ট ওয়াচের স্ক্রিনে সতর্কবার্তা হিসেবে লেখা, 'কোলাহলপূর্ণ পরিবেশ। শব্দের মাত্রা ৯৫ ডেসিবেলে পৌঁছেছে। ১০ মিনিট এমন পরিস্থিতি থাকলে সেটা ক্ষণস্থায়ীভাবে শ্রবণক্ষমতা হ্রাস করতে যথেষ্ট।'

৪৩ ছুঁই ছুঁই ধোনি এরপর যা করেছেন, তাতে গ্যালারির আওয়াজ বেড়েছে আরও। ৯ বলে ২৮! ২ ছক্কা ও ৩ চারে সাজানো ইনিংসে ভারতীয় ক্রিকেটের 'থালা' বুঝিয়ে দিয়েছেন, চল্লিশ পেরিয়েও তিনি চালশে নন। ইনিংসটি খেলার পথে আইপিএলের ইতিহাসে প্রথম উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান হিসেবে ৫ হাজার রানের মাইলফলকও ছুঁয়ে ফেলেন ধোনি।

কিন্তু ধোনির দল চেন্নাই শেষ পর্যন্ত জিততে পারেনি। লক্ষ্ণৌ অধিনায়ক লোকেশ রাহুলের ৫৩ বলে ৮২ রানের ইনিংসে ৮ উইকেটে হেরেছে চেন্নাই। এই পথে ধোনিকে রেকর্ড বইয়ের একটি পাতায় পেছনেও ফেলেছেন রাহুল। আইপিএলের ইতিহাসে উইকেটকিপার,ব্যাটসম্যান হিসেবে সবচেয়ে বেশি পঞ্চাশোর্ধ্ব (৫০) ইনিংস খেলার রেকর্ডটি এতদিন ধোনির দখলে ছিল। ২৫৭ আইপিএল ম্যাচে ২৪ বার ন্যূনতম ৫০ রানের ইনিংস খেলেছেন ধোনি।

রাহুল গতকালের ৮২ রানের ইনিংসটি দিয়ে ধোনির রেকর্ডটি নিজের করে নিয়েছেন। আইপিএলে উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান হিসেবে এটি ছিল তাঁর ২৫তম পঞ্চাশোর্ধ্ব রানের ইনিংস।

আইপিএলে এ পর্যন্ত ১২৫ ম্যাচ খেলা রাহুল এই টুর্নামেন্টে উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান হিসেবে ৬৮ ম্যাচ খেলেছেন। উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান হিসেবে ২৩টি পঞ্চাশোর্ধ্ব ইনিংস খেলে এই তালিকায় তৃতীয় দক্ষিণ আফ্রিকার কুইন্টন ডি কক। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর দিনেশ কার্তিক ২১ পঞ্চাশোর্ধ্ব ইনিংস নিয়ে চতুর্থ এবং পাঁচে সাবেক ব্যাটসম্যান রবিন উথাপ্পা (১৮)।

ধোনিকে রেকর্ড বইয়ে পেছনে ফেললেও তাঁর প্রতি রাহুলের সম্মানের মাত্রাটা কোথায়, সেটা বোঝা গেছে ম্যাচ শেষে। লক্ষ্ণৌর জয়ের পর মাঠে দুই দলের খেলোয়াড়দের হাত মেলানোর সময় দৃশ্যটা ধরা পড়ে ক্যামেরার ফ্রেমে। চেন্নাই অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের সঙ্গে হাত মেলানোর সময় মাথার টুপিটা খোলেননি রাহুল। কিন্তু ধোনির সঙ্গে হাত মেলানোর আগে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মাথার টুপিটা খুলে ফেলেন।

ভারতকে বিশ্বকাপ জেতানো সাবেক অধিনায়ক ধোনি ভারতীয় ক্রিকেটে কতটা শ্রদ্ধার পাত্র সেটি কিছুদিন আগে স্টার স্পোর্টসের এক অনুষ্ঠানে ব্যাখ্যা করেন কিংবদন্তি সুনীল গাভাস্কার। তাঁকে 'থালা' বলে ডাকার কারণটা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গাভাস্কার বলেন, 'বিশ্বের নানা দেশ ও নানা শহর থেকে খেলোয়াড়েরা এই (চেন্নাই) দলে খেলেন। আপনার ওদের সবাইকে আইপিএলের ট্রফি জেতার একমাত্র লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। সবাইকে বোঝাতে হবে, ছয় সপ্তাহের মধ্যে আমাদের এই টুর্নামেন্ট জিততে হবে। সেটা করার জন্য আপনাকে অনেক বড় বড় খেলোয়াড়, যাঁরা এই দলে খেলেন, তাদের কাউকে কাউকে কখনো কখনো দলীয় সমন্বয়ের কারণে একাদশের বাইরে রাখতে বাধ্য হবেন। কিন্তু আপনি কখনো তাদের অনুভব করতে দেবেন না যে তারা অকেজো; বরং আপনি তাদের বোঝাবেন যে তারাও দলের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এমএস ধোনির এই সামর্থ্য খুব ভালোভাবেই আছে। এ কারণেই সে সবার কাছে থালা।'

তামিল ভাষার শব্দ 'থালা' মানে নেতা। কখনো কখনো 'বড় ভাই' বোঝাতেও 'থালা' শব্দটা ব্যবহার করা হয়। তবে এই 'বড় ভাই' ব্যাটিংয়ে নামার সময় প্রতিপক্ষ বোলাররা কেমন অনুভব করেন, সেটা মাঠে থেকে বুঝেছেন রাহুল।

ম্যাচ শেষে রাহুল বলেছেন, ধোনির উপস্থিতিতে তাঁর বোলাররা চাপে ভুগেছেন, '(চেন্নাইয়ের) ১৬০,১৬৫ রান হলে ঠিক হতো। কিন্তু আবারও ধোনির কারণে হলো না (হাসি)। তিনি নামলে চাপ বাড়ে বোলারদের ওপর। সময় এবং বোলারদের ওপর তার এমনই আধিপত্য। আমাদের দলটা তরুণ এবং আমার মনে হয় এই প্রথম তারা ধোনির মতো ব্যক্তিত্বের মুখোমুখি হওয়ার চাপে পড়ল। দর্শকেরা তো গগণবিদারী আওয়াজ তুলেছেন।'

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**